তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

তাওহীদের শিক্ষা
ও
আজকের সমাজ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.hadeethfoundationbd.com

Contents

তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ১১৩

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

التوحيد ومجتمع اليوم

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ

রবীউল আখের ১৪৪২ হি./অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/নভেম্বর ২০২০ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

TAWHEEDER SHIKKHA O AJKER SAMAJ (Teachings of Tawheed & Today's Society) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph : 88-0247-860861. Mob : 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	০৫
তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ	০৭
তাওহীদের পটভূমি	০৮
তাওহীদ থেকে বিচ্যুতির কারণ	০৯
জগতের অবস্থা	১১
নূহ (আঃ)-এর কওমের অবস্থা	১২
ইহূদী-নাছারাদের অবস্থা	১২
হিন্দু সমাজে একেশ্বরবাদ	১৩
আরবের মুশরিকদের অবস্থা	১৬
তাওহীদের প্রকারভেদ	২০
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর তাৎপর্য	২২
তাওহীদের শিক্ষা সমূহ	২৪
১ম শিক্ষা : আল্লাহকে জানা	২৪
২য় শিক্ষা : কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা	২৮
৩য় শিক্ষা : মানুষকে সৎকর্মশীল বানানো	৩০
শয়তানের দু'টি ফাঁদ : ভোগবাদ ও অদৃষ্টবাদ	৩১
৪র্থ শিক্ষা : আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করা	৩৪
শিরকের প্রকারভেদ	৩৫
১ম : ইশরাক ফিল ইলম বা জ্ঞানগত শিরক	৩৫
২য় : ইশরাক ফিত তাছাররুফ বা ব্যবহারগত শিরক	৩৭
সাহায্য প্রার্থনা	৪৬
৩য় : ইশরাক ফিল ইবাদাহ বা ইবাদতে শিরক	৪৮
৪র্থ : ইশরাক ফিল আদাত বা অভ্যাসগত শিরক	৫৩
৫ম : ইশরাক ফিল মহব্বত বা ভালোবাসায় শিরক	৫৮
আজকের সমাজ	৬০

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

التَّوْحِيدُ أَوَّلُ دَعوَةِ الرُّسُلِ، وأَوَّلُ مَنازِلِ الطَّرِيقِ،
وأَوَّلُ مَقامٍ يَقومُ فِيهِ السَّالِكُ إِلَى اللهِ تَعالَى

‘রাসূলগণের প্রথম দাওয়াত তাওহীদ
ছিরাতে মুস্তাক্বীমের প্রথম মনযিল তাওহীদ
আল্লাহকে অন্বেষণকারীদের প্রথম স্তর তাওহীদ’

(মাদারিজুস সালেকীন ৩/৩২৭)।

ইবনু রজব (রহঃ) বলেন,

اِجتَهِدُوا الْيَومَ فِي تَحقيقِ التَّوحِيدِ، فَإِنَّهُ لا يُوصِلُ إِلَى اللهِ سِوَاهُ،
وَاحرِصُوا علَى القِيامِ بِحُقوقِهِ، فَإِنَّهُ لا يُنْجِي مِن عَذابِ اللهِ إِلا إِيَّاهُ

‘তোমরা আজই তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক চেষ্টা কর। কেননা কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট পৌঁছতে পারবে না এটা ব্যতীত। আর তাওহীদের হক প্রতিষ্ঠায় তৎপর হও। কেননা তাওহীদ ব্যতীত আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার কোন পথ নেই’

(কালেমাতুল ইখলাছ পৃ. ৫৪)।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

كُلَّمَا قَوِيَ التَّوْحيدُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ
قَوِيَ إِيمَانُهُ وَطُمَأْنِينَتُهُ وَتَوَكُّلُهُ وَيَقِينُهُ

‘যখন বান্দার হৃদয়ে তাওহীদ বিশ্বাস দৃঢ় হবে, তখন তার ঈমান, প্রশান্তি, আল্লাহ্র উপর ভরসা ও ইয়াক্বীন মযবূত হবে’

(মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ৩৫/২৭)।

ভূমিকা (المقدمة)

১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ১ম জাতীয় সম্মেলন ও ইসলামী সেমিনার-এর প্রথম দিন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তন, ঢাকায় 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' শীর্ষক ইসলামী সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন, সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য এম.এ পাশ করা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীসের সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী (১৯৩০-২০০৩ খৃ.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, 'স্পষ্টভাষী' নামে পরিচিত দৈনিক ইত্তেফাকের প্রসিদ্ধ কলাম লেখক ও বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যুব উন্নয়ন মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল হামিদ (১৯১৮-১৯৮৩)। তবে শেষ মুহূর্তে তিনি আসতে পারেননি। দু'জন বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক প্রধান ও প্রফেসর এমেরিটাস ডঃ সিরাজুল হক (১৯০৫-২০০৫) এবং বাংলাদেশে প্রথম সঊদী রাষ্ট্রদূত ফুওয়াদ আব্দুল হামীদ আল-খত্বীব (১৯২৫-১৯৯৫)। এতদ্ব্যতীত উপস্থিত ছিলেন দেশের বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম এবং রাজধানীসহ বিভিন্ন যেলা থেকে আগত 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র নেতা-কর্মী ও সুধীবৃন্দ।

প্রবন্ধটি পাঠের সময় বিশেষ অতিথি সঊদী রাষ্ট্রদূত ফুওয়াদ আব্দুল হামীদ আল-খতীব চেয়ার ছেড়ে দু'বার উঠে এসে লেখক তথা পাঠকের পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেন। অতঃপর স্বীয় ভাষণে লেখকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। একইভাবে প্রশংসা করেন অন্যতম বিশেষ অতিথি প্রফেসর ডঃ সিরাজুল হক। তিনি তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, জীবনে বহু সেমিনারে গিয়েছি। সব জায়গায় হাততালি পেয়েছি। কিন্তু আজই ব্যতিক্রম দেখলাম। যেখানে কোন হাততালি নেই। আছে কেবলই আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহু আকবর। আমি 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সংস্কারধর্মী আন্দোলনের সার্বিক অগ্রগতি কামনা করি।

সেমিনারে উপস্থিত দৈনিক আজাদ-এর সহকারী সম্পাদক মাওলানা মুন্তাছির আহমাদ রহমানী (১৯২৩-১৯৮৯ খৃ.) বলেন, নিবন্ধটি ইংরেজী-উর্দূ-আরবী বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হৌক! তিনি প্রবন্ধটি নিয়ে যান ও পরের দিন থেকে কয়েক কিস্তিতে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। আল্লাহ তাঁদের সবাইকে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

প্রবন্ধটি মাননীয় লেখকের একটি হারানো সম্পদ। যা বহুদিন পরে হঠাৎ ফাইলসমূহের মধ্যে পাওয়া যায়। হস্তলিখিত উক্ত পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ করার জন্য হাফাবা-কে হস্তান্তর করায় আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে এ উপলক্ষ্যে ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে বইটি সম্মানিত লেখকের ও তাঁর মরহূম পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গের পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত
১০ই আগস্ট সোমবার ২০২০ *-প্রকাশক*

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ

(التوحيد ومجتمع اليوم)

সৃষ্টিজগতের ভর কেন্দ্র হ'ল 'তাওহীদ'। একইভাবে ইসলামের মূল হ'ল 'তাওহীদ'। তাওহীদ অর্থ اَلْإِعْتِقَادُ بِأَنَّ اللهَ وَاحِدٌ لاَشَرِيْكَ لَهُ আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই, একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি স্থায়ী ও চিরঞ্জীব। তিনিই রূযীদাতা, তিনিই পালনকর্তা, তিনি বিধানদাতা ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। তিনি ব্যতীত অন্য কেউই আমাদের শর্তহীন আনুগত্য ও উপাসনা পাবার যোগ্য নয়। তিনি ব্যতীত অন্য কারু দরবারে মানুষের উন্নত মস্তক অবনত হবেনা।

আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান। এই সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র হ'ল 'তাওহীদ'। যা মানুষকে সকল প্রকারের গোলামী হ'তে মুক্ত করে এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্র গোলামীর মাধ্যমে সত্যিকারের স্বাধীন মানুষে পরিণত করে। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানুষকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে গেছেন। এই দাওয়াত পৃথিবীর যেখানেই পৌঁছেছে, সেখানেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মানবতার দুশমনদের মধ্যে হৃৎকম্পন শুরু হয়েছে। সাথে সাথে তাওহীদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নমরূদের শত্রুতা, মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ফেরাঊনের অভিযান, ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তৎকালীন সম্রাটের হত্যা প্রচেষ্টা, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে গোটা আরবের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর সম্মিলিত উত্থান- এ সবকিছুই আমাদেরকে উপরোক্ত কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য যে, মানব জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার

জন্যই নবীদের আগমন ঘটেছিল। এক্ষণে তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণ অনুসন্ধানের পূর্বে আমরা তাওহীদের পটভূমি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই।-

তাওহীদের পটভূমি (خلفية التوحيد) :

যিনি যে নামেই ডাকুন না কেন সকল ধর্মের মানুষ এ বিশ্বচরাচরের একজন সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করেন। এমনকি জড়বাদী দার্শনিকগণ First Cause বা 'প্রথম কারণ' হিসাবে এ সৃষ্টি জগতের পিছনে একজন ইচ্ছাময় শক্তির অস্তিত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা সৃষ্টি নিজেই স্রষ্টার প্রমাণ বহন করে। তাই সৃষ্টির সেরা মানুষ কখনো তার স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى، 'তুমি বল, তোমরা 'আল্লাহ' নামে ডাক বা 'রহমান' নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাকো না কেন, সকল সুন্দর নাম তো কেবল তাঁরই জন্য' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১১০)*। তবে 'আল্লাহ' নামটিই আল্লাহ্র সত্তাগত নাম। বাকী সবই গুণবাচক নাম। তিনি নিজেই নিজেকে 'আল্লাহ' নামে অভিহিত করেছেন। এটিকে ইসমে আযম বা শ্রেষ্ঠ নাম বলা হয়। যেমন তিনি বলেন, إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي– 'নিশ্চয় আমিই আল্লাহ! আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে ছালাত কায়েম কর' *(ত্বোয়াহা ২০/১৪)*।

শুধু তাই নয় দুনিয়ার সকল মানুষ আল্লাহকে জীবন-মৃত্যুর মালিক ও সৃষ্টিজগতের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক হিসাবে মেনে নিয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ–

'তুমি জিজ্ঞেস কর, কে তোমাদেরকে আকাশ ও ভূমি থেকে রিযিক পৌঁছে থাকেন। কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? কে জীবিতকে মৃত হ'তে এবং মৃতকে জীবিত হ'তে বের করে আনেন? এবং কে সবকিছু পরিচালনা করেন? জবাবে নিশ্চয়ই তারা বলবে, আল্লাহ। অতএব তুমি বল, তাহ'লে কেন তোমরা সতর্ক হও না?' *(ইউনুস ১০/৩১)*। তিনি আরও বলেন, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ– 'যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। তুমি বল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশ অজ্ঞ' *(লোকমান ৩১/২৫)*।

এতে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ার মানুষ সকলে আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে স্বীকার করে। তাহ'লে মানুষকে উক্ত বিশ্বাস থেকে বিচ্যুৎ করল কে?

তাওহীদ থেকে বিচ্যুতির কারণ (سبب الإنحراف عن التوحيد) :

আদি পিতা আদমকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেওয়ার সময় আল্লাহ বলেছিলেন,

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ– وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَآ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ–

'আমরা বললাম, তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(৩৮)*। 'আর যারা অবিশ্বাস করবে ও আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)*।

অন্যদিকে ইবলীস আল্লাহ্র নিকট থেকে অনুমতি নিয়েছিল মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য। আল্লাহ তাকে অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন, إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ- وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ- 'নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। তবে বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে' *(৪২)*। 'আর নিশ্চয়ই তাদের সবার নির্ধারিত ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম' *(হিজর ১৫/৪২-৪৩)*। অতএব তাওহীদ থেকে বিচ্যুতির কারণ হ'ল শয়তানের ধোঁকা। আর সে হ'ল মানুষের প্রকাশ্য শত্রু *(বাক্বারাহ ২০৮)*। প্রশ্ন হ'তে পারে, আল্লাহ ইবলীসকে ধোঁকা দেওয়ার ক্ষমতা কেন দিলেন? উত্তর হল, তার ধোঁকার বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য। নইলে গরু-ছাগল ও মানুষে পার্থক্য হবে কিরূপে?

এক্ষণে আসুন, কিছুক্ষণের জন্য আদম হ'তে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত দুনিয়ার অবস্থা একবার অবলোকন করে নেই।

জগতের অবস্থা

(ظروف العالم)

মানুষ আল্লাহ্র সেরা সৃষ্টি। সকল মানুষ আদমের সন্তান। আদম মাটির তৈরী। তাই মানুষের জন্য অহংকারের কোন কারণ নেই। মানুষের মাঝে ছোট-বড় কোন ভেদাভেদ নেই। মানুষ হিসাবে আমরা সাদা-কালো সবাই সমান। আমরা সবাই এক আল্লাহ্র গোলাম।

আল্লাহ্র প্রতি মানুষের আনুগত্য শয়তানের চক্ষুশূল। তাই সে মানবসৃষ্টির প্রথম থেকেই বিভিন্ন ধোঁকার জাল বিস্তার করে চলেছে। মানুষকে আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে সরিয়ে নিজের আনুগত্যে নিতে সে সর্বদা চেষ্টা করে। কখনও অত্যাচারী শাসক রূপে, কখনও শোষক পুঁজিপতি রূপে, কখনওবা ধর্মনেতার মুখোশ পরে অন্ধভক্তির মোহজালে আবদ্ধ করে সে স্বাধীন মানুষকে নিজের গোলাম বানিয়ে থাকে। যেমন ফেরাঊন তার জাতিকে বলেছিল– يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي، 'হে (আমার) সভাসদবর্গ! আমি জানিনা যে, আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে' *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)*। অমনিভাবে অর্থগৃধ্নু কারূণ তার বিপুল বিত্ত-বৈভবে গরীবের হক অস্বীকার করে দম্ভ ভরে বলেছিল, إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي، 'এই সম্পদ আমি আমার নিজের জ্ঞানের মাধ্যমেই প্রাপ্ত হয়েছি' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৮)*।

শয়তানী ধোঁকায় পড়ে মানুষ কখনও অন্য মানুষের, কখনও জিন-পরী-ফেরেশতাদের, কখনও চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র বা বৃক্ষলতার, এমনকি কখনও গোবৎসকেও পূজা করেছে। কখনোবা নবী-অলী ও সাধু-সজ্জনদের পূজা করেছে ও তাদের অসীলায় পরকালে মুক্তি চেয়েছে। সাধু লোকদের মূর্তি বানিয়ে তার সম্মুখে মাথা নত করেছে। কখনও ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা ও কোন কোন নবীকে আল্লাহ্র পুত্র ভেবেছে।

তাদের নিকট নিজেদের অভাব-অভিযোগ পেশ করেছে। তাদের কবরে সিজদা করে অথবা কবরে মানত করে কিংবা কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভক্তির অর্ঘ্য পেশ করেছে। মনোবাঞ্ছা পূরণের আকুল প্রার্থনা

জানিয়েছে। শয়তানের পাতানো এইসব ধোঁকার জাল থেকে বাঁচানোর জন্য এবং খাঁটি মানুষগুলিকে বাছাই করে নেওয়ার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ নবী-রাসূল প্রেরণ করে মানুষকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাদের অবাধ্যতা করেছে।

নূহ (আঃ)-এর কওমের অবস্থা (حالة قوم نوح) :

পূর্ববর্তী সাধু-সজ্জনদের প্রতি অন্ধভক্তি দেখাতে গিয়ে নূহ (আঃ)-এর কওম তাঁর দাওয়াতকে অস্বীকার করে। তাঁর কওমের নেতারা তাদের জনগণকে বলেছিল, وَقَالُوْا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلاَ سُوَاعًا وَّلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا– ‘তোমরা তোমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করো না এবং পরিত্যাগ করোনা ওয়াদ, সুওয়া‘, ইয়াগূছ, ইয়া‘ঊক্ব ও নাসরকে’ *(নূহ ৭১/২৩)*।

ইহূদী-নাছারাদের অবস্থা (حالة اليهود والنصارى) :

ইহূদী-নাছারারা আল্লাহকে মানার সাথে সাথে তাদের নবীকে ও কোন কোন সৎলোককে ‘আল্লাহ্র পুত্র’ বলে গ্রহণ করল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ، ‘ইহূদীরা বলে ওযায়ের আল্লাহ্র পুত্র এবং নাছারারা বলে মাসীহ ঈসা আল্লাহ্র পুত্র’ *(তওবাহ ৯/৩০)*।

মূসা (আঃ)-এর কওম ধূর্ত সামেরীর তৈরী গোবৎস মূর্তির মধ্যে ‘হাম্বা’ রব শুনে তাকেই পূজা শুরু করল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ– ‘মূসার অনুপস্থিতিতে তার সম্প্রদায় তাদের অলংকারাদি পুড়িয়ে একটি গোবৎসের অবয়ব বানিয়ে তাকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করল যে হাম্বা রব করত। অথচ তারা কি দেখেনা যে সে তাদের সাথে কথা বলেনা এবং তাদেরকে কোন পথও দেখায়না। তারা সেটিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করল। বস্তুতঃ তারা ছিল সীমালংঘনকারী’ *(আ‘রাফ ৭/১৪৮)*।

অতঃপর মূসা (আঃ) এলেন এবং সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে সব কথা শুনলেন। হারূণ (আঃ)ও তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। সামেরীও তার কপটতার কথা অকপটে স্বীকার করল। অতঃপর মূসা (আঃ) আল্লাহ্র হুকুম মতে তাদের শাস্তি ঘোষণা করলেন। তিনি গোবৎস পূজায় নেতৃত্ব দানকারী লোকদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوآ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوآ أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা গোবৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করে নিজেদের উপরে যুলুম করেছ। অতএব এখন তোমাদের প্রভুর নিকটে তওবা কর এবং নিজেদেরকে পরস্পরে হত্যা কর। এটাই তোমাদের জন্য তোমাদের স্রষ্টার নিকটে কল্যাণকর'...*(বাক্বারাহ ২/৫৪)*। এভাবে তাদের কিছু লোককে হত্যা করা হয়, কিছু লোক ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়। আর সামেরীর শাস্তি হ'ল মূসা (আঃ)-এর বদ দো'আয় তার মধ্যে আল্লাহ এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে, সে কারু গায়ে স্পর্শ করলে বা কেউ তাকে স্পর্শ করলে উভয়ে জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত। ফলে সে সর্বদা উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চীৎকার দিয়ে বলত, لاَ مِسَاسَ 'আমাকে স্পর্শ করোনা' *(ত্বোয়াহা ২০/৯৭)*। বস্তুতঃ এটি ছিল মৃত্যুদণ্ডের চাইতে আরও কঠিন শাস্তি। যা দেখে সবার শিক্ষা হয়।

উক্ত ঘটনায় শিক্ষণীয় এই যে, শয়তান সর্বদা বুদ্ধিমান দুষ্টুদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করে।

হিন্দু সমাজে একেশ্বরবাদ (التوحيد فى المجتمع الهندوسى) :

হিন্দু সমাজের মূল বিশ্বাসে আমরা একেশ্বরবাদের সন্ধান পাই।[১] যেমন 'অথর্ব বেদে'র অল্প উপনিষদের ৫ম সূত্রে বলা হয়েছে-

১. আবুল হোসেন ভট্টাচার্য (১৯১৬-১৯৮৩ খৃ.), শরীয়তপুর, পূর্বনাম : সুদর্শন ভট্টাচার্য। ইসলাম গ্রহণ : ১৯৩৭ খৃ., আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৯; প্রকাশকাল : ঢাকা ১৯৭৬।

হ্রুং হোতার মিন্দ্রো হোতা ইন্দ্রো রামা হাসুরিন্দ্রাঃ

অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রাক্ষণ অল্লাম ॥

অর্থ : সেই অল্ল অর্থাৎ পরমাত্মারূপী ইন্দ্র ঈশ্বর অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। অল্লকে গ্রহণ করা ঈশ্বরকে গ্রহণ করা অপেক্ষা কল্যাণকর। কারণ ঈশ্বরও তৎসকাশে পরিমাণে ক্ষুদ্র। কিন্তু পরমাত্মা নিত্য পূর্ণ। এই হেতু তিনি ঈশ্বরেরও জননী। অন্যত্র বলা হয়েছে-

ইল্লল্লে বরুণো রাজা পুনস্তং দুধ্যু।

ইল্লল্লে কবর ইল্লাং কবর ইল্লাং ইল্লেতি ইল্লালে ॥

অর্থাৎ 'ক্ষিত্যাদি আকাশ যাবৎ নিখিল দ্যোতমান বস্তুই অল্ল কর্তৃক সৃষ্ট'...।

কিন্তু পরবর্তীকালে এই মহান স্রষ্টা অল্লোকে সম্বোধনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত ওঁ অক্ষরটির অপব্যাখ্যা দিয়ে প্রথমেই ব্রম্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব এই তিন দেবতা ও পরে ক্রমে ক্রমে তেত্রিশ কোটি দেবতায় নিয়ে হিন্দু ধর্মের আদি একেশ্বরবাদের মূলে কুঠরাঘাত করা হয়েছে। পরং ব্রম্মকে মুখে মুখে সর্বশক্তিমান এবং সর্ব প্রদাতা বলা হ'লেও কার্যতঃ তারা ধন-ধান্যাদির জন্য লক্ষ্মী, বিদ্যার জন্য সরস্বতী, পুত্র সন্তান লাভের জন্য ষষ্ঠী, বৃষ্টির জন্য ইন্দ্র বা বরুণ, শত্রু নাশের জন্য কার্তিক, সিদ্ধি লাভের জন্য গণেশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য দেবতার কল্পনা করে তাদের নিকট মাথা নত করেছে।

একইভাবে তারা সাপের ভয়ে মনসা পূজা, বজ্র-বিদ্যুতের ভয়ে ইন্দ্রপূজা, যক্ষার ভয়ে রক্ষাকালীর পূজা, নৌকা ডুবির ভয়ে গঙ্গাপূজা, জ্বরের ভয়ে জ্বরাসুরের পূজা, কলেরা-বসন্তের ভয়ে শীতলা পূজা, চুলকানী-পাঁচড়ার ভয়ে ইটে কুমারের পূজা, অমঙ্গলের ভয়ে শনিপূজা প্রভৃতি অসংখ্য ভয়ের দেবতা সৃষ্টি করে এক অদ্বিতীয় পরং ব্রম্মের অসন্তুষ্টির ভয়কে মন থেকে বিদায় করে দিয়েছে।

শুধু তাই নয় দেবাদিদেব মহাদেব গাঁজা ভালবাসেন, ভাং-এর শরবৎ ভালবাসেন ত্রিনাথ, শ্রীকৃষ্ণ ননী-মাখনের লোভী, সত্যনারায়ণের লোভ ময়দা-গোলা সিন্নীর প্রতি, শনি ঠাকুর কলা খেতে ভালবাসেন, ভদ্রকালী

ভালবাসেন পায়েস-পসরান্ন, নারায়ণ নাড়ু খাওয়ার অভিলাষী, মনসা দেবী দুধের পিয়াসী। এমনিভাবে অসংখ্য লোভের দেবতা সৃষ্টি করে মন্দিরের ঠাকুররা দেবতাকে ভোগ দেওয়ার নামে নিজেদের লোভকে চরিতার্থ করার এক চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করে নিয়েছেন।

কেবলমাত্র এতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর বাহন রাজহাঁস, গণেশের ইঁদুর, দুর্গার সিংহ, মনসার স্বর্প, কার্তিকের ময়ূর, বিষ্ণুর গরুড় বা ঈগল পাখী, মহাদেবের ষাঁড় বা বৃষ, যমরাজের কুকুর, ইন্দ্রের ঐরাবত বা হাতী, গঙ্গার মকর, ব্রম্মার পাতিহাঁস, বিশ্বকর্মার ঢেকী, শীতলা দেবীর গাধা এমনিভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর ভিন্ন ভিন্ন বাহন কল্পনা করা হয়েছে। আর ভক্তগৃহে দেব-দেবীদের আগমনকে সুনিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করার জন্য এইসব ইতর জীবজন্তুর যথাসাধ্য পূজাও করে যেতে হয়। আর প্রায় সব পূজায় ঠাকুরদের ডাক পড়ে। ফলে এই অসংখ্য দেব-দেবী ও জন্তু-জানোয়ারের পূজা করতে গিয়ে হিন্দু সমাজ তাদের এক অদ্বিতীয় পরং ব্রম্ম অল্লোর উপাসনা ভুলে গিয়েছে। অন্যদিকে ব্রাক্ষণ-ঠাকুরদেরও রূযী-রোযগারের নিশ্চিত ব্যবস্থা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত রয়েছে বেল গাছে শিবঠাকুর, তুলশীগাছে নারায়ণ, তমাল গাছে শ্রীকৃষ্ণ, বট-অশ্বত্থে হর-পার্বতী, কলা গাছে কার্তিকের স্ত্রী কলাবউ, পুরীতে জগন্নাথ, কাশীতে বিশ্বেশ্বর, কালীঘাটে কালীমাতা, কামাখ্যায় সতীর অঙ্গ, বৃন্দাবনে গোপীগণ, মথুরায় দেবকী-নন্দন প্রমুখরা হলেন স্থানীয় দেবতা। ফলে এইসব বৃক্ষ ও স্থানসমূহও উপাস্যের মর্যাদা লাভ করেছে এবং যথারীতি উপাসনাও পেয়ে আসছে। ফলে ঘাটে-মাঠে, গাছে-নদীতে, পাহাড়ে-পর্বতে সর্বত্র যাদের এত উপাস্যের ছড়াছড়ি তারা বিশ্ব চরাচরের জন্য সর্বপ্রদাতা হিসাবে মাত্র একজন ইলাহকে মেনে নিবেন কেমন করে?

এ অবস্থা কেবল হিন্দু সমাজেই নয় বরং পৃথিবীর প্রায় সকল প্রান্তের মানুষের মধ্যে এই ধরনের অংশীবাদিতার অভিশাপ বিরাজিত ছিল। এ সম্পর্কে গ্রীকদের দেবতা প্যানডোরার সেই অদ্ভূত বাক্স এবং জুপিটার, মার্স, ভেনাস, ওসিয়্যানস, নেমেসিস, মিনার্ভা, মিউজেস, পসাইডোন, ওডেন, ভেষ্ট্যা, থর, লীডা প্রভৃতি বহু সংখ্যক দেব-দেবীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। দূর অতীতে ইউসুফ (আঃ) মিসরের কারাগারে তার সাথীদের

উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ؟ ‘পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?’ *(ইউসুফ ১২/৩৯)*। জাহেলী আরবের তাওহীদবাদী কবি যায়েদ বিন ‘আমর বিন নুফায়েল (মৃ. ৬০৫ খৃ.) বলেন,

أَرَبًّا وَاحِدًا أَمْ أَلْفَ رَبٍّ + أَدِينُ إِذَا تَقَسَّمَتِ الأُمُورُ

تركْتُ اللاتَ والعزَّى جميعاً + كذلكَ يَفْعَلُ الرجُلُ البصِيرُ

‘হাযার প্রতিপালকের আনুগত্য করব নাকি একজনের? + যখন কর্ম সমূহ বিভক্ত’। ‘আমি লাত এবং ওযযা সবাইকে ছেড়েছি + এরূপই করে থাকেন প্রকৃত বিচক্ষণ ব্যক্তি’।[২]

আরবের মুশরিকদের অবস্থা (حالة المشركين من العرب) :

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্বে আরবের অবস্থা ছিল চরমভাবে অধঃপতিত। নৈতিক, ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে তারা চরম দেউলিয়াত্বের পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু জাহেলিয়াতের এই ঘোর অমানিশার মধ্যেও তারা কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ও সকল ক্ষমতার উৎস হিসাবে স্বীকার করত। তাদের মধ্যেও আমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের সন্ধান পাই। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মবর্ষে ইয়ামনের শাসক আবরাহা যখন কা‘বাগৃহ ধ্বংস করার জন্য মক্কার উপর চড়াও হয়, তখন উপায়ান্তর না দেখে কা‘বাগৃহের মুতাওয়াল্লী রাসূলের দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব ফরিয়াদ করে আল্লাহ্র নিকট যে আকুল প্রার্থনা করেছিলেন তা আজও আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয়। যেমন তাঁর প্রার্থনায় তিনি বলেন,

يَا رَبِّ لاَ أَرْجُو لَهُمْ سِوَاكَا + يَا رَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمْ حِمَاكَا

إِنَّ عَدُوَّ الْبَيْتِ مَنْ عَادَاكَا + إِمْنَعْهُمْ أَنْ يُّخْرِبُوْا قُرَاكَا

২. শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.) দিল্লী, ভারত, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ (কায়রো : দারুত্ তুরাছ, ১৩৫৫ হি./১৯৩৬ খৃ.) ১/১২৬ পৃ.; বায়যাভী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২২ আয়াত।

'হে প্রভু! শত্রুর বিরুদ্ধে আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কামনা করিনা। প্রভু হে! তুমি তাদের হাত থেকে তোমার এ পবিত্র ভূমিকে রক্ষা কর'।

'নিশ্চয়ই তোমার এ গৃহের শত্রু তারাই, যারা তোমার সাথে শত্রুতা করে'। অতএব হে প্রভু ! তুমি তোমার এই জনপদকে ধ্বংস হওয়া থেকে তাদের প্রতিরোধ কর' *(ত্বাবারী, সূরা ফীল ১ম আয়াতের তাফসীর)*।

সাব'আ মু'আল্লাক্বা খ্যাত জাহেলী কবি যুহায়ের বিন আবী সুলমা (৫২০-৬০৯ খৃ.)-এর কণ্ঠে আমরা আরও পরিষ্কারভাবে আল্লাহ ও আখেরাতের স্বীকারোক্তি শুনতে পাই। তিনি তাঁর মু'আল্লাক্বার একস্থানে যুধ্যমান দুই পক্ষকে উপদেশ দিয়ে বলছেন,

فَــلاَ تَكْتُمُنَّ اللهَ مَا فِي نُفُوسِكُــمْ + لِيَخْفَــى وَمَهْمَــا يُكْتَمِ اللهُ يَعْلَــمِ

يُؤَخَّرْ فَيُوْضَعْ فِي كِتَابٍ فَيُدَّخَرْ + لِيَوْمِ الحِسَابِ أَوْ يُعَجَّلْ فَيُنْقَمِ

(১) 'গোপন রাখার জন্য তোমরা অবশ্যই তোমাদের মনের গোপন দূরভিসন্ধি আল্লাহ্র নিকট থেকে লুকিয়োনা'। 'কেননা যখনই তা আল্লাহ থেকে লুকানো হবে, তখনই তিনি তা জেনে যাবেন'। (২) 'অতঃপর বদলা নিতে দেরী করা হবে এবং তা আমলনামায় রেখে দেওয়া হবে। অতঃপর জমা রাখা হবে'। 'ক্বিয়ামত দিবসের জন্য অথবা দ্রুত করা হবে এবং ইহকালেই তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে'।[৩] কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদেরকে কোনক্রমেই তাওহীদবাহী বলা যায়না। কেননা তারা আল্লাহ্র ইবাদত করতনা ও তাঁর বিধান মানতোনা। বরং তারা মূর্তিপূজারী মুশরিক ছিল।

যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ– 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ তারা শিরক করে' *(ইউসুফ ১২/১০৬)*। তিনি বলেন, أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى؟ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى؟ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزَى– 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত

৩. ২৭ ও ২৮তম লাইন; মোট ৬৪ লাইনের মু'আল্লাক্বাটির মধ্যে শেষ ৪৭-৬৪=১৮ লাইন কবিতা খুবই উপদেশ মূলক।

ও ওযযা সম্পর্কে? *(১৯)* এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্পর্কে? *(২০)* তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান, আর আল্লাহ্র জন্য কন্যা সন্তান? *(২১)* তাহ'লে এটি তো হবে অন্যায় বণ্টন?' *(নাজম ৫৩/১৯-২২)*।

এভাবে নূহের কওমের সাধু পূজা, মূসা ও ঈসার কওমের লোকদের আল্লাহ্র পুত্র সাব্যস্ত করা, আরবদের মূর্তিপূজা, গ্রীকদের গ্রহ-নক্ষত্র পূজা, রোমকদের তারকাপূজা, পারসিকদের অগ্নিপূজা সবকিছু মিলিয়ে সমগ্র বিশ্ব-পরিস্থিতি ছিল শিরকী জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত। সৃষ্টির সেরা মানবজাতি নিজেদের হাতে গড়া মূর্তি এমনকি নিকৃষ্ট চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের পূজার মাধ্যমে নিজেদের মানবত্বের মহিমা ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছিল। কিন্তু একটি বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত ছিল যে, নিত্যদিনের উপাস্য কোন দেবতাই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক নয় বরং সকলেই মহাপরাক্রমশালী মূল সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য হাছিলের মাধ্যম মাত্র। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاَءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللهِ، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ– 'আর তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন সব বস্তুর উপাসনা করে, যা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে এরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুফারিশকারী। বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহকে আসমান ও যমীনের এমন কোন্ বিষয় জানাতে চাও যা তিনি জানেন না? বস্তুতঃ তোমরা যেসব বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত কর, সেসব থেকে তিনি পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে' *(ইউনুস ১০/১৮)*।

আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসাবে মেনে নেবার পরেও অন্য কারু প্রতি আনুগত্যের মস্তক অবনত করা বা অন্যকে ইলাহ বলে স্বীকার করাকে তারা দোষের কিছু মনে করত না। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে বহাল তবিয়তে নদী পার হওয়ার পর যখন বনু ইস্রাঈলগণ একটি মূর্তিপূজারী জনপদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন তারা মূসার নিকট আবদার করল, اِجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، 'আমাদের জন্যেও

এরূপ একটি উপাস্য নির্ধারণ করে দাও, যেমন এদের অনেক উপাস্য (মূর্তি) রয়েছে!'... *(আ'রাফ ৭/১৩৮)*। জবাবে মূসা (আঃ) ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ– 'তোমরা তো স্রেফ একটা হস্তীমূর্খ জাতি' *(আ'রাফ ৭/১৩৮)*।

এমনিভাবে আরবদের নিকট যখন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, তখন তারা আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَّاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ– 'সে কি বহু উপাস্যের বদলে একজন উপাস্য সাব্যস্ত করতে চায়? নিশ্চয় এটিতো এক বিস্ময়কর ব্যাপার' *(ছোয়াদ ৩৮/৫)*। অর্থাৎ কিভাবে একজন মাত্র উপাস্য সমগ্র সৃষ্টিজগত চালাতে পারেন?

শুধু তাই নয় মক্কার নেতারা নবীর এই দাওয়াতের মধ্যে রাজনৈতিক দূরভিসন্ধিও খুঁজে বের করল। যেমন তারা বলেছিল, وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ– مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَآ إِلاَّ اخْتِلاَقٌ– 'তাদের প্রধানরা চলে যায় এবং বলে যে, চলো তোমরা তোমাদের উপাস্যদের উপর অবিচল থাক। নিশ্চয় (তাওহীদের) এই দাওয়াতের মধ্যে কোন দূরভিসন্ধি আছে। আমরা তো এ বিষয়ে আমাদের পূর্ববর্তী ধর্মসমাজে কিছুই শুনিনি। অতএব এগুলি মনগড়া উক্তি ব্যতীত কিছুই নয়' *(ছোয়াদ ৩৮/৬-৭)*। ইতিপূর্বে নূহের কওমের নেতারাও বলেছিল, مَا هَذَآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلَآئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَآئِنَا الْأَوَّلِينَ– 'এ ব্যক্তি তোমাদের মত একজন মানুষ বৈ কিছু নয়। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়। যদি আল্লাহ (নবী পাঠাতে) চাইতেন তাহ'লে ফেরেশতা অবতরণ করাতেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরূপ (নবী প্রেরণের) খবর আমরা কখনো শুনিনি' *(মুমিনূন ২৩/২৪)*।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপট সম্মুখে রেখে আমরা তাওহীদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হব।-

তাওহীদের প্রকারভেদ

(أنواع التوحيد)

কুরআন ও হাদীছে তাওহীদের যে ব্যাখ্যা এসেছে, তাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। (১) তাওহীদে রুবূবিয়াত (تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ) : পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহ্র একত্ব। (২) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত (تَوْحِيْدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ) : নাম ও গুণাবলীর একত্ব। (৩) তাওহীদে উলূহিয়াত বা ইবাদত (تَوْحِيْدُ الْأُلُوْهِيَّةِ أَوِ الْعِبَادَةِ) : ইবাদত বা উপাসনায় একত্ব। অর্থাৎ যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া, আবেদন-নিবেদন ও ইবাদতের হকদার হিসাবে কেবলমাত্র আল্লাহকেই বিশ্বাস করা।

১ম প্রকার তাওহীদ তথা তাওহীদে রুবূবিয়াতের দলীল :

যেমন আল্লাহ বলেন, لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ- ‘আসমান ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি সবকিছুর উপরে সর্বশক্তিমান’। ‘তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন; তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞাত’ *(হাদীদ ৫৭/২-৩)*।

এমনিভাবে সূরা আলে ইমরান, সূরা ত্বোয়াহা ও সূরা সাজদাহ্র প্রথমাংশ, সূরা হাশরের শেষাংশ এবং সবশেষে সূরা ইখলাছেই অত্র তাওহীদের পূর্ণ পরিচয় বিধৃত হয়েছে। আবু জাহল, আবু লাহাব সহ বিগত যুগের সকল মুশরিক তাওহীদে রুবূবিয়াতে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র এতটুকু বিশ্বাস মুসলিম হবার জন্য যথেষ্ট ছিলনা। সেজন্য নবী আগমনের প্রয়োজন হয়েছিল।

২য় প্রকার তাওহীদ তথা তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাতের দলীল :

যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي– 'নিশ্চয় আমিই আল্লাহ! আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে ছালাত কায়েম কর' *(ত্বোয়াহা ২০/১৪)*। এটাই আল্লাহ্র সত্তাগত নাম। অতএব গড, ঈশ্বর, ভগবান ইত্যাদি নাম তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়। বিদ্বানগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীছ সমূহ থেকে আল্লাহ্র দুই শতাধিক গুণবাচক বা 'ছিফাতী' নাম সাব্যস্ত করেছেন *(তাফসীর কুরতুবী)*। এগুলিকে 'আসমাউল হুসনা' বলা হয়। তন্মধ্যে যেকোন ৯৯টি নাম যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান ও আনুগত্যের সাথে এবং আল্লাহ্র উপর অটুট নির্ভরতার সাথে অনুধাবন সহ মুখস্থ করবে ও গণনা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(ফাৎহুল বারী)*।[৪]

আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– 'আর আল্লাহ্র জন্য সুন্দর নাম সমূহ রয়েছে। সেসব নামেই তোমরা তাঁকে ডাক এবং তাঁর নাম সমূহে যারা বিকৃতি ঘটিয়েছে তাদেরকে তোমরা পরিত্যাগ কর। সত্বর তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে' *(আ'রাফ ৭/১৮০)*।

আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। কোন রূপক বা কল্পিত ব্যাখ্যা করা যাবেনা। যেমন আল্লাহ্র হাত, পা, চেহারা, তাঁর কথা বলা, আরশে উন্নীত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন-হাদীছে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। তাঁর নিজস্ব আকার আছে, যেমনটি তাঁর মর্যাদার উপযোগী। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ– 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই *(ইখলাছ ১১২/৪)*। আল্লাহ সাত আসমানের উপর আরশে সমুন্নীত *(মুমিনূন ২৩/৮৬; ত্বোয়াহা ৫/২০)*। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী বান্দার সত্তা ও

৪. বুখারী হা/৬৪১০, ৭৩৯২; মুসলিম হা/২৬৭৭; মিশকাত হা/২২৮৭, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

গুণাবলীর সদৃশ নয়। তাঁর গুণাবলী তাঁর সত্তার ন্যায় সনাতন। যা কখনোই পৃথক নয়। যেমন ফুল থেকে তার সুগন্ধি পৃথক নয়। ফলে একজন মুমিন যখন আল্লাহকে রূযীর মালিক বলে বিশ্বাস করে, তখন সে রূযীর জন্য হতাশ হয়না। যখন সে আল্লাহকে আরোগ্যদাতা হিসাবে বিশ্বাস করে, তখন সে রোগাক্রান্ত হ'লে নিরাশ হয়না। এমনিভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে কেবল আল্লাহ্র উপর ভরসা করে ও তাঁরই অনুগ্রহ কামনা করে। কিন্তু শিরকপন্থী ও অসীলাপূজারীরা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে অন্যকে শরীক সাব্যস্ত করে।

৩য় প্রকার তাওহীদ তথা তাওহীদে উলূহিয়াত বা ইবাদতের দলীল :

যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ– 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদত করার জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। তিনি বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، 'আর আমরা অবশ্যই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত হও' *(নাহল ১৬/৩৬)*। এর অর্থ মানুষ তার জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কেবলমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব করবে ও তাঁরই বিধান মেনে চলবে। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাকেই উপাস্য গণ্য করা হবে, সেই-ই ত্বাগূত।

পুরা কুরআন মাজীদই বলতে গেলে তাওহীদে ইবাদতের আলোচনায় ভরপুর। কেননা নবীদের প্রচারিত তাওহীদের অর্থ শুধুমাত্র তাওহীদে রুবূবিয়াত ছিলনা। যেমনটি অনেক কালাম শাস্ত্রবিদ ও ছূফীবাদীগণ ধারণা করে থাকেন।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর তাৎপর্য (سر كلمة لآ إله إلا الله) :

তাওহীদের মূল কথাই হ'ল কালেমা ত্বাইয়েবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'। ইলাহ অর্থ মালূহ বা মা'বূদ। যাকে ইবাদত করা হয়। যাঁর নিকট পুরস্কারের আশা করা হয় ও যাঁর শাস্তির ভয় করা হয়। যাঁর উপর নিশ্চিন্তে ভরসা করা হয় ও যাঁর নিকট অভাব-অভিযোগ পেশ করা হয় এবং যাঁর নিকট যাবতীয় বিপদাপদে সাহায্য প্রার্থনা করা

হয়। মোটকথা দিশেহারা মানুষ সবশেষে যাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তিনিই হ'লেন মা'বূদ এবং তিনিই হ'লেন আল্লাহ। মুশরিকগণ এই সব ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক উপাস্য ঠিক করে নিয়েছিল। কেউ ফেরেশতাদেরকে বা কোন নবীকে বা কোন সাধু ব্যক্তিকে, কেউ কোন জিনকে বা কোন বৃক্ষকে। যাতে এইসব উপাস্য তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুফারিশ করে। কেননা তাদের এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, এরা সবাই আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত। অতএব এদের সুফারিশ আল্লাহ অগ্রাহ্য করবেন না। আর এভাবেই লাত, মানাত, ওযযা, হোবল মূর্তিসমূহ মক্কার মুশরিকদের উপাস্যে পরিণত হয়।

এর বিরুদ্ধেই কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হ'ল, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَـــآ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ 'তুমি জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। অর্থাৎ কথা ও কর্মের পূর্বে আল্লাহ্র উপর জেনে-বুঝে বিশ্বাস স্থাপন কর *(বুখারী, কিতাবুল ইলম, তরজমাতুল বাব-১০)*।

উল্লেখ্য যে, প্রচলিত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল) কালেমায়ে শাহাদাতের সংক্ষিপ্ত অংশ। এটি কালেমা ত্বাইয়েবা নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শ্রেষ্ঠ যিকর হ'ল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[৫] মুহাম্মাদ (ছাঃ) কোন যিকরের অংশ নন। সকল নবীর দাওয়াত ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আমাদের নবীর দাওয়াতও ছিল একই।

বস্তুতঃ নবীদের প্রচারিত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র তাৎপর্য ছিল মানুষকে তাদের বানোয়াট উপাস্য সমূহের গোলামী হ'তে মুক্ত করে কেবলমাত্র আল্লাহ্র গোলামীতে ফিরিয়ে আনা। জীবনের সর্বক্ষেত্রের সর্বোচ্চ আনুগত্য ও উপাসনা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই খালেছ ও নির্দিষ্ট করা। অতএব সর্বাগ্রে আমাদের কর্তব্য হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-কে জানা ও তা অনুধাবন করা।

মূলতঃ তাওহীদের বিশ্বজয়ী 'লা ইলাহা' শ্লোগানের মাধ্যমে মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা দুনিয়ার সকল কাল্পনিক উপাস্যের গোলামীর যিঞ্জীর ভেঙ্গে চুর্ণ করা হয়েছে। অতঃপর সেই শূন্য স্থানে ইল্লাল্লাহ্র সার্বভৌম আসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

---

৫. তিরমিযী হা/৩৩৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮০০; মিশকাত হা/২৩০৬।

তাওহীদের শিক্ষা সমূহ (ثمرات التوحيد)

ইতিপূর্বে তিন প্রকার তাওহীদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমরা এবার তাওহীদের শিক্ষার উপরে যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

১ম শিক্ষা : আল্লাহকে জানা (الثمرة الأولي : معرفة الله)

তাওহীদের সর্বপ্রথম ও প্রধান শিক্ষা হ'ল আল্লাহকে জানা। আল্লাহকে জানতে হবে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে, পালনকর্তা হিসাবে, রুযীদাতা হিসাবে। জানতে হবে যে, আমি প্রকৃতির সন্তান নই কিংবা বানরের বংশধর নই বা কোন এক্সিডেন্টের সৃষ্টি নই। আমি আমার ইচ্ছাতে বা অন্য কারু ইচ্ছায় এ দুনিয়ায় আসিনি। বরং আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই আমি মায়ের গর্ভে জীবন লাভ করেছি। অতঃপর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে তিনিই আমাকে আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, রূযী দিয়ে লালন-পালন করে যাচ্ছেন। অতঃপর জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির অমূল্য নে'মত দিয়ে শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাকে সেরা সৃষ্টির মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন।

এক্ষণে সেই মহান কারুণিক আল্লাহকে আমরা জানব কিভাবে? স্বয়ং আল্লাহ মেহেরবানী করে তার পাক কালাম মারফত আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে দিয়ে এরশাদ করেছেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ- اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্র) নিদর্শন সমূহ রয়েছে'। 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' *(আলে ইমরান ৩/১৯০-৯১)*। আল্লাহ আরও ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُونَ– ‘নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে এবং নৌযানসমূহে যা সাগরে চলাচল করে, যদ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং বৃষ্টির মধ্যে, যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেন। অতঃপর তার মাধ্যমে মৃত যমীনকে পুনর্জীবিত করেন ও সেখানে সকল প্রকার জীবজন্তুর বিস্তার ঘটান। আর বায়ু প্রবাহের রূপান্তরে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালার মধ্যে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য (আল্লাহ্র অস্তিত্বের) নিদর্শনসমূহ রয়েছে’ *(বাক্বারাহ ২/১৬৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন, فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللهِ، ‘অতএব তুমি আল্লাহ্র অনুগ্রহের নিদর্শন সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর’ *(রূম ৩০/৫০)*।

বলাবাহুল্য, এই জগতের প্রতিটি সৃষ্টিই তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। ধোঁয়ার পিছনে আগুনের অস্তিত্ব, কিরণের পিছনে সূর্যের অস্তিত্ব এবং ফুলের ঘ্রাণে আমরা ফুলের অস্তিত্ব অনুভব করি। ফুলটি গাঁদা না গোলাপ তা বুঝতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে ফুল গাছটির কথাও জানতে পারি। এক্ষণে যদি কেউ একটি ছিন্ন ফুল হাতে নিয়ে এসে বলে যে, এটার নাম আছে, গন্ধ আছে, কিন্তু এটি কোন গাছে ফোটেনি; বরং আপনা-আপনি ফুটে অস্তিত্ববান হয়েছে। তখন তাকে কি বলা যাবে?

অনুরূপভাবে সৃষ্টি জগতে রূযীর ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্র রাযযাক নামের, নিত্যদিন জন্ম-মৃত্যুর যে খেলা চলছে তা তার ‘মুহঈ’ ও ‘মুমীত’ নামের, সৃষ্টিকুলে যে দয়া ও ক্ষমাগুণের অস্তিত্ব রয়েছে তা তাঁর ‘রহীম’ ও ‘গাফূর’ নামের প্রমাণ বহন করে। এমনিভাবে সৃষ্টি জগতে একের পর এক সৃষ্টির যে ক্রমধারা চলছে, তা প্রমাণ বহন করে আল্লাহ্র মুক্বাদ্দিম ও মুওয়াখখির’ নামের। মানুষের মধ্যে যে সম্মান ও অসম্মানের ঘটনা অহরহ ঘটছে তা তাঁর ‘মু‘ইয’ ও ‘মুযিল্ল’ নামের সাক্ষ্য প্রদান করে। সাথে সাথে এগুলি একজন ইচ্ছাময়, প্রাণবান ও পরাক্রমশালী একক ও অবিভাজ্য সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। নিঃসন্দেহে তিনিই হ’লেন ‘আল্লাহ’। যার কোন শরীক নেই।

আল্লাহ্র গুণাবলীর প্রকাশকে অনেকে একই সত্তার প্রকাশ বলে ধারণা করে থাকেন। বিশ্ববিশ্রুত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর (খৃ. পূ. ৪২৮-৩৪৮) দর্শনে বিশ্ব ও বিশ্বস্রষ্টার সত্তা একই। মৃত্যুর পর সকল সৃষ্টি তার স্রষ্টার সত্তায় বিলীন হয়ে যাবে। তার এই দর্শন 'প্লেটোনিক দর্শন' নামে খ্যাত। এই দর্শনে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। এই কুফরী দর্শন মুসলিম ছূফীদের মধ্যে 'ওয়াহদাতুল ওজূদ' বা সত্তার একত্ব মতবাদ তথা অদ্বৈতবাদ নামে প্রচলিত। তারা বলেন, যত কল্লা তত আল্লা। মরার পর মানুষ সব হবে ফানা ফিল্লাহ এবং বাক্বা বিল্লাহ। মনছূর হাল্লাজ, ইবনু আরাবী, কবি হাফেয এমনকি আল-কিন্দী, আল-ফারাবী, ইবনুল মাসকাভী ও ইবনে সীনার মত দার্শনিকগণও প্লেটোর এই ভ্রান্ত ধারণার অনুসারী ছিলেন। অথচ গুণ ও গুণবান সত্তা কখনো এক নয় এবং গুণ তার সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়না। যেমন ফুল ও ফুলগাছ কখনো এক নয় এবং ফুলের সুগন্ধি তার গাছের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়না। ফুল পড়ে গেলেও তার গাছ দাঁড়িয়ে থাকে।

বলা বাহুল্য যে, এটি সম্পূর্ণ তাওহীদবিরোধী আক্বীদা। কেননা স্রষ্টিকে স্রষ্টার অংশ ভাবলে মানুষ তার নিজ স্বাতন্ত্র্যবোধ হারিয়ে ফেলবে। তখন সে নিজ প্রবৃত্তির তাড়নায় যা-ই করবে, তা-ই আল্লাহ্র কর্ম বলে সে মনে করবে এবং নিজেকে আল্লাহ্র নিকট কৈফিয়তের ঊর্ধ্বে ভাববে। এটি তাকে স্রেফ স্বেচ্ছাচারী বানাবে এবং আল্লাহ্র নিকট কর্মফলের পুরস্কার বা শাস্তির অনুভূতি সে হারিয়ে ফেলবে। এটি তাওহীদ ও আখেরাত দর্শনের ঘোর বিরোধী।

অন্যদিকে এরিস্টটল (খৃ. পূ. ৩৮৪-৩২২)-এর চিন্তাধারায় বিশ্বের স্রষ্টা চিরস্থায়ী, অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু তাঁর কোন কাজ করার বা কাজের ইচ্ছা করার ক্ষমতা নেই। ফলে তার দর্শনে আল্লাহ একজন ইচ্ছাশক্তিহীন সত্তা। কর্মশক্তি হীন ঠুটো জগন্নাথ মাত্র। এর ঘোর প্রতিবাদ করে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ– 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। যিনি ছয় দিনে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে উন্নীত

হয়েছেন। তিনি কর্ম পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন সুফারিশকারী নেই। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এরপরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?' *(ইউনুস ১০/৩)*।

পার্থিব জীবন শেষে যে পুনরায় তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে, সেকথা জানিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى– 'অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের নিকটেই প্রত্যাবর্তনস্থল' *('আলাক্ব ৯৬/৮)*। ফিরে যাওয়া বললেই তাকে পৃথক সত্তা বুঝানো হয়। কখনোই একক সত্তা বুঝানো হয়না। যেমন সন্তান মায়ের কোলে ফিরে যায়, অর্থ সে মা থেকে পৃথক। সে কখনোই মায়ের দেহের অংশ হয়ে যায়না।

ইহূদীদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহ ছয়দিনে সবকিছু সৃষ্টি করে সপ্তম দিন শনিবারে আরশে গিয়ে বিশ্রাম নিয়েছেন। আর সেজন্য তারা শনিবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে সাব্যস্ত করেছে। এর প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبٍ– 'আমরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ দু'য়ের মধ্যেকার সবকিছুকে সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। আর এতে আমাদের কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি' *(ক্বাফ ৫০/৩৮)*। তিনি বলেন, لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلا نَوْمٌ، 'কোনরূপ তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

যারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব খুঁজে পায়না, সেইসব জড়বাদী নাস্তিকদের প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّوْنَ– 'আর তারা বলে, আমাদের এই পার্থিব জীবন ভিন্ন আর কিছু নেই। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। কালের আবর্তনই আমাদেরকে ধ্বংস করে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা স্রেফ ধারণা ভিত্তিক কথা বলে' *(জাছিয়াহ ৪৫/২৪)*। তারা ক্বিয়ামত বিষয়ে বলে থাকে, إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ– 'আমরা স্রেফ ধারণা করি মাত্র। এ বিষয়ে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী নই' *(জাছিয়াহ ৪৫/৩২)*।

এইসব বুদ্ধিমান লোকেরা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাল্বগুলির পিছনে সক্রিয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু কোটি পাওয়ারের সার্চ লাইট সদৃশ মহা সূর্য ও জ্যোতি মণ্ডিত নক্ষত্ররাজির পিছনে কোন সক্রিয় কুশলী স্রষ্টাকে বিশ্বাস করতে পারেন না।

বস্তুতঃ আমরা আল্লাহকে চিনি একজন ইচ্ছাময় ও প্রজ্ঞাময় একক সত্তা হিসাবে, যিনি অনাদি-অনন্ত, যাঁর কোন শরীক নেই, যিনি এক ও অবিভাজ্য, যিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রূযীদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা, বিপদহন্তা, রোগ ও আরোগ্যদাতা। যাঁর ইচ্ছাতেই এ জগতের সৃষ্টি। যার ইচ্ছাতেই এ জগতের পরিচালনা এবং একমাত্র যাঁর ইচ্ছাতেই এ জগত একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

আল্লাহ্র গুণাবলী : অতঃপর আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস অটুট থাকতে হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, ঠিক ঐভাবেই তাতে বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। যদিও আল্লাহ্র হাত, পা, চেহারা প্রভৃতি বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে সাদৃশ্যবাদী ও নির্গুণবাদী কিছু ভ্রান্ত ফের্কার জন্ম হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্র নিজস্ব আকার ও গুণাবলী রয়েছে, যা তাঁর উপযোগী। যার তুলনা কেবল তিনিই। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই।

২য় শিক্ষা : কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা

(الثمرة الثانية : عبادة الله وحده)

আল্লাহকে তাঁর নাম ও গুণাবলীসহ জানার পর তাঁর সৃষ্টি হিসাবে তাঁর ইবাদত বা দাসত্ব করা আমাদের উপর প্রধান দায়িত্ব হয়ে পড়ে। বরং আমাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হ'ল আল্লাহ্র ইবাদত করা। যদিও আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য সমস্ত সৃষ্টিজগত সর্বক্ষণ নিয়োজিত রয়েছে। তথাপি অন্যদের ইবাদতের তুলনায় স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মানুষের স্বেচ্ছাকৃত ইবাদত আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়। ঠিক যেমন বাড়ীর চাকরের আনুগত্যের চাইতে সন্তানের আনুগত্য পিতা-মাতার নিকট অধিকতর প্রিয় হয়। তার অবাধ্যতাও তেমনি চরম পীড়াদায়ক হয়ে থাকে।

দুনিয়ার মানুষ রুবূবিয়াতের ক্ষেত্রে তাওহীদকে স্বীকার করেছে। কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ লোকই তাওহীদকে অস্বীকার কিংবা অমান্য

করেছে। আর মূলতঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাতে গিয়েই সকল নবী স্বজাতির নিকট লাঞ্ছিত হয়েছেন। কেননা আল্লাহকে একমাত্র প্রভু হিসাবে স্বীকার করলে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, এ কথা দুনিয়ার মানুষ ইতিপূর্বেও বুঝতে চায়নি আজও বুঝতে চায় না। অথচ ইবাদত ব্যতীত কেবল মুখে আল্লাহকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করার কোন মূল্য নেই।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, الْعِبَادَةُ هِيَ طَاعَةُ اللهِ بِامْتِثَالِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ– 'ইবাদত হ'ল রাসূলগণের যবানীতে আল্লাহ যে সব নির্দেশাবলী পাঠিয়েছেন, তার পূর্ণ আনুগত্য করা'। তিনি বলেন, الْعِبَادَةُ إِسْمٌ جَامِعٌ لِّكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ– 'ইবাদত বলতে ঐ সব প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কার্যাবলীর সমষ্টিকে বুঝায়, যা আল্লাহ ভালবাসেন ও যাতে তিনি খুশী হন'।[৬] তিনি অন্যত্র বলেন, هِيَ طَاعَتُهُ بِفِعْلِ الْمَأْمُوْرِ وَتَرْكِ الْمَحْظُوْرِ وَصَبْرِهِ عَلَى مَا يُصِيبُهُ مِنْ الْقَضَاءِ الْمَقْدُورِ– 'ইবাদত অর্থ আল্লাহ্র আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ সমূহ পালন ও নিষেধ সমূহ বর্জনের মাধ্যমে এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে'।[৭]

ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। প্রলয় ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত অনাগত ভবিষ্যতের অগণিত মানুষের যত প্রকারের সমস্যাই আসুক না কেন ইসলামে তার মৌলিক সমাধান নিহিত রয়েছে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে উদ্ভূত নিত্য-নতুন সমস্যাবলী উক্ত অভ্রান্ত মৌলিক নীতি সমূহের আলোকে সমাধান করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রত্যেক যুগের বিদ্বানমণ্ডলী তার ব্যাখ্যাতার ভূমিকা পালন করবেন। ঠিক যেমন আদালতের আইনজীবীগণ দেশের সংবিধান অনুসারে নিত্যনতুন মামলাসমূহের ব্যাখ্যা করে থাকেন। কিন্তু একথা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয় যে, বিগত যুগের অমুক বিদ্বান পর্যন্ত শরী'আত গবেষণা বা ইজতেহাদের

৬. আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.) হাররান, দিমাশক্ব, আল-উবূদিইয়াহ ৪৪ পৃ.।

৭. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১০/৬৬৭; দাক্বায়েকুত তাফসীর, সূরা ইউসুফ ১৮ আয়াতের ব্যাখ্যা ২/২৯৪ পৃ.।

দুয়ার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এরূপ দাবী করা প্রকারান্তরে যুগ সমস্যার সমাধানে ইসলামকে ব্যর্থ প্রমাণ করার শামিল। বস্তুতঃ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তাতে কোন কিছু বাড়ানোর বা কমানোর অবকাশ নেই। যেমন পূর্ণ এক গ্লাস পানিতে এক ফোঁটা পানি প্রবেশ করানোর কোন সুযোগ থাকেনা।

আল্লাহ বলেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا، 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। বস্তুতঃ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান কেবলমাত্র তাকেই বলা হয় যাতে জীবন জিজ্ঞাসার সঠিক জওয়াব এবং উদ্ভূত সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া সম্ভব হয়।

৩য় শিক্ষা : মানুষকে সৎকর্মশীল বানানো

(الثمرة الثالثة : جعل الإنسان محسنا)

ইসলাম একটি কর্মবাদী আদর্শের নাম। এখানে কর্মহীন ধর্ম বা ধর্মহীন কর্মের কোন অবকাশ নেই। তাই কর্ম জীবনে মানুষকে অন্যের গোলামী থেকে মুক্ত করে কেবলমাত্র আল্লাহ্র গোলামীতে ফিরিয়ে আনাই তাওহীদের অন্যতম প্রধান শিক্ষা। আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– 'পুরুষ হৌক নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে ব্যক্তি সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*। তিনি বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ– 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের কল্যাণের জন্য সেটা করে। আর যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করে, তার শাস্তি তার উপরেই বর্তাবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে আসবে' *(জাছিয়াহ ৪৫/১৫)*।

তাওহীদ মানুষকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তোলে। কেননা দুনিয়ার মানুষ যখন বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কিছু ক্ষমতা কিংবা অলৌকিক কিছু ক্রিয়াকর্ম দেখলেই তার সম্মুখে মাথা নত করে দিত এবং তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিত। আর এইভাবে তারা চরমভাবে শোষিত ও নিষ্পেষিত হ'ত, তখন সর্বপ্রথম তাওহীদই তাকে শিখাল যে, হে মানুষ! তুমিই সৃষ্টির সেরা। অন্য সব কিছুকে তোমার অনুগত করে দেওয়া হয়েছে *(লোকমান ৩১/২০ মাক্কী সূরা)*। তখন মানুষ সম্বিত ফিরে পেল। সে নিজেকে চিনল এবং অন্যের গোলামী ছাড়ল। অতঃপর আল্লাহ্র হাযারো সৃষ্টিকে নিজের সেবায় ব্যবহারের চেষ্টায় লিপ্ত হ'ল। নিজ কর্মশক্তি বলে মানুষ তখন বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখল। শিরক থেকে তওবাকারী মক্কার আবুবকর-ওমর-ওছমান-আলী *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)* বিশ্বনেতায় পরিণত হ'লেন।

শয়তানের দু'টি ফাঁদ : ভোগবাদ ও অদৃষ্টবাদ

(الشبكتان للشيطان : النزعة الاستهلاكية والجبرية)

তাওহীদে বিশ্বাসী দিগ্বিজয়ী মানুষটিকে কর্মবিমুখ ও স্বেচ্ছাচারী মানুষে পরিণত করার জন্য শয়তান দু'টি ফাঁদ পেতেছে। ভোগবাদ ও অদৃষ্টবাদ। ভোগবাদী মানুষ এই দুনিয়াকে যদৃচ্ছভাবে ভোগ করতে চায় এবং এই ভোগের বেলায় সে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের তোয়াক্কা করেনা। কিন্তু এটাই বাস্তব যে, ভোগের এই প্রতিযোগিতায় দুর্বলের কোন স্থান থাকেনা। ফলে শক্তিমানরা সর্বত্র দুর্বলের ঘাড় মটকায়। আর এটাও সত্য যে, ভোগের পরে ভোগেও যখন তৃপ্তি আসেনা, তখন এক সময় সে নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়ে এবং অবশেষে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

এভাবে ভোগবাদী মানুষ তার সকল সক্ষমতাকে নিজের ধ্বংসের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে। নৈরাশ্যের গভীর আবর্তে নিক্ষিপ্ত এই মানুষটিকে উদ্ধার করে তার মধ্যে পুনরায় আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনে শিরকমুক্ত নির্ভেজাল 'তাওহীদ' বিশ্বাস। সে তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করে পুনরায় কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ে তার সকল ক্ষমতাকে ব্যয় করে। আর তাতেই মানবতা রক্ষা পায়। পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস বয়ে যায়।

পক্ষান্তরে একজন অদৃষ্টবাদী মানুষ তাক্বদীরের অপব্যাখ্যা করে নিজেকে জড়বস্তু মনে করে। ফলে প্রবৃত্তির তাড়নায় সে যা কিছু অন্যায় করে সবকিছুই আল্লাহ করাচ্ছেন ভেবে স্বেচ্ছাচারী হয়। সে তখন বলে ওঠে, 'ছায়াবাজী পুতুল রূপে বানাইয়া মানুষ। যেমনে নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ'। 'তুমি হাকিম হইয়া হুকুম কর পুলিশ হইয়া ধর, সর্প হইয়া দংশন কর ওঝা হইয়া ঝাড়'।[৮] এভাবে ভোগবাদী ও অদৃষ্টবাদী দু'জনেই প্রবৃত্তিরূপী শয়তানের তাবেদার হয়। ফলে আল্লাহ্র সাথে প্রবৃত্তির গোলামী করার কারণে আল্লাহ এদেরকে 'মুশরিক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَّهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ– 'তুমি কি তাকে দেখেছ যে তার প্রবৃত্তিকে তার উপাস্য বানিয়েছে? আল্লাহ জেনে-শুনেই তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। তিনি তার কানে ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর আবরণ টেনে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্র পরে কে তাকে সুপথ প্রদর্শন করবে? এরপরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?' *(জাছিয়াহ ৪৫/২৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুর্জিয়া ও ক্বাদারিয়া-দের সম্পর্কে বলেন, صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لاَ يَرِدَانِ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَلاَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ: الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ– 'আমার উম্মতের দু'টি দল হাউয কাওছারে আমার নিকটে আসতে পারবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারা হ'ল ক্বাদারিয়া ও মুর্জিয়া'।[৯]

---

৮. আব্দুল আলীম (১৯৩১-১৯৭৪ খৃ.) তালিবপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত; তিনি দেশ ভাগের পর ঢাকায় চলে আসেন এবং রেডিও ও টিভিতে আধ্যাত্মিক ও মুর্শেদী গানে অতুলনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর রেকর্ডকৃত ৫০০ গানের অনেকগুলি স্বরচিত। তাঁর বিখ্যাত গানের মধ্যে বহুল প্রচলিত হ'ল 'এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া' 'নাইয়া রে নায়ের বাদাম তুইলা' 'মনে বড় আশা ছিল যাবো মদীনায়' প্রভৃতি। তিনি অনেকগুলি জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে তিনি ঢাকা সঙ্গীত কলেজের লোকগীতি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

৯. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৪২০৪; ছহীহাহ হা/২৭৪৮, রাবী আনাস (রাঃ)।

ক্বাদারিয়া হ'ল তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী এবং মুর্জিয়া হ'ল শৈথিল্যবাদী। ইর্জা অর্থ পিছিয়ে দেওয়া (اَلْإِرْجَاءُ هُوَ التَّأْخِيْرُ)। যারা বিশ্বাস ও স্বীকৃতি থেকে আমলকে পিছিয়ে দেয়। তাদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়। মুর্জিয়ারা চার দলে বিভক্ত। মুর্জিয়া খারেজী, মুর্জিয়া ক্বাদারিয়া, মুর্জিয়া জাবরিয়া ও মুর্জিয়া খালেছাহ। বর্তমান হাদীছে এরা হ'ল, মুর্জিয়া জাবরিয়া বা অদৃষ্টবাদী মুর্জিয়া *(মির'আত)*। ত্বীবী বলেন, প্রকৃত অর্থে মুর্জিয়ারাই জাবরিয়া *(মিরক্বাত)*। পক্ষান্তরে ক্বাদারিয়ারা হ'ল তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী। মু'তাযিলা ও সমমনারা একই আক্বীদার অনুসারী। তারা বলেন, বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা। এতে তাক্বদীরের কিছুই নেই। তারা আমলকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। সেকারণ তারা কবীরা গোনাহগারকে কাফের বলেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা উক্ত দুই চরমপন্থী আক্বীদার মধ্যবর্তী *(মিরক্বাত ও মির'আত)*। তাদের নিকট ঈমান হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাদের নিকট কবীরা গোনাহগার মুমিন কাফের নয়, বরং ফাসেক। আর এ আক্বীদাই হ'ল সঠিক।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে ভূমিধস ও চেহারা বিকৃতির গযব আসবে তাক্বদীরে মিথ্যারোপকারীদের মধ্যে।[১০] তিনি বলেন, ক্বাদারিয়াগণ এই উম্মতের মজূসী (অগ্নিপূজক)। তারা পীড়িত হ'লে সেবা করোনা। মারা গেলে জানাযায় যেয়ো না।[১১] একজন ব্যক্তি এসে ইবনু ওমর (রাঃ)-কে বলল, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম দিয়েছে। তিনি বললেন, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, ঐ ব্যক্তি বিদ'আতী। আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট শুনেছি যে, আমার উম্মতের মধ্যে চেহারা পরিবর্তন, ভূমিধস ও আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণের গযব আসবে। আর তারা হবে তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী'।[১২] যেমনটি এসেছিল কওমে লূত-এর উপরে *(মিরক্বাত)*।

---

১০. তিরমিযী হা/২১৫২; মিশকাত হা/১০৬, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/৪২৭৪।

১১. আবুদাঊদ হা/৪৬৯১; হাকেম হা/২৮৬; মিশকাত হা/১০৭, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/৪৪৪২।

১২. তিরমিযী হা/২১৫২; ইবনু মাজাহ হা/৪০৬১; মিশকাত হা/১১৬, রাবী নাফে' (রহঃ)।

৪র্থ শিক্ষা : আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করা

(الثمرة الرابعة : اجتناب الشرك بالله)

আল্লাহকে একক প্রভু হিসাবে জানা এবং তাঁর নিকট যাবতীয় আনুগত্য নিবেদন করার পর মন একথা স্বভাবতই বলে দেয় যে, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরীক করব না। তাঁর গুণাবলীর সাথে অন্যের গুণাবলীকে তুল্য মনে করব না। বরং সর্বশক্তি দিয়ে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য কাজ করব। তাঁরই জন্য বাঁচব, তাঁরই জন্য মরব।

কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার এই অকুণ্ঠ প্রেম ও অটুট আনুগত্যের বিরুদ্ধে শয়তান সর্বদা তার ধোঁকার জাল বিস্তার করে থাকে। ফলে মানুষ আল্লাহকে বিশ্বাস করার সাথে সাথে অন্যকে তার শরীক নির্ধারণ করে। আল্লাহ্‌র প্রাপ্য ভালোবাসা তার সৃষ্টিতে নিবেদন করে। তাদেরকে উপাস্যের মর্যাদা দেয়। যা নিঃসন্দেহে অমার্জনীয় অপরাধ। তাই আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ’ল জাহান্নাম। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই’ *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

হযরত মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, أَوْصَانِى رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে দশটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় কিংবা জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়’...।[১৩] একইরূপ বক্তব্য আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকেও এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ ‘যদিও তোমাকে টুকরা টুকরা করা হয়, পুড়িয়ে মারা হয়’।[১৪]

---

১৩. আহমাদ হা/২২১২৮; মিশকাত হা/৬১, রাবী মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ); ছহীহাহ হা/৯১৪।
১৪. ইবনু মাজাহ হা/৪০৩৪; মিশকাত হা/৫৮০, রাবী আবুদ্দারদা (রাঃ)।

শিরকের প্রকারভেদ

(أنواع الشرك)

শিরক প্রথমতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ وَالْأَكْبَرُ ছোট শিরক ও বড় শিরক। ছোট শিরক হ'ল 'রিয়া'।[১৫] অর্থাৎ লোক দেখানো সৎকর্ম। যা সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ এবং এর ফলে সে পরকালে কিছুই পাবেনা *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*। অতঃপর বড় শিরক। যার পরিণতি হ'ল জাহান্নাম *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) বড় শিরককে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা (১) الْإِشْرَاكُ فِي الْعِلْمِ 'জ্ঞানগত শিরক' (২) الْإِشْرَاكُ فِي التَّصَرُّفِ 'ব্যবহারগত শিরক' (৩) الْإِشْرَاكُ فِي الْعِبَادَةِ 'উপাসনাগত শিরক' এবং (৪) الْإِشْرَاكُ فِي الْعَادَةِ 'অভ্যাসগত শিরক'।[১৬] এর সাথে আরও একটি যোগ করা আবশ্যক। আর তা হ'ল, الْإِشْرَاكُ فِي الْمَحَبَّةِ 'ভালোবাসায় শিরক'। পবিত্র কুরআন ও হাদীছ সমূহে উক্ত পাঁচ প্রকার শিরকের আলোচনা ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়।

১ম : ইশরাক ফিল ইলম বা জ্ঞানগত শিরক (أولاً : الإشراك فى العلم)

স্রষ্টার একক সত্তা সম্পর্কে বিশ্বের সকল ধর্মের মানুষ একমত। শিরকের অবতারণা হয়েছে মূলতঃ আল্লাহ্র কর্ম ও গুণাবলীর সাথে। প্রথমে الْإِشْرَاكُ فِي الْعِلْمِ বা জ্ঞানগত শিরক।

এর অর্থ যে সকল বিষয়ের জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট, সেই সকল বিষয়ে অন্যেরও কিছু জ্ঞান আছে বলে ধারণা করা। যেমন গায়েবের

---

১৫. আহমাদ হা/২৩৬৮০; বায়হাক্বী শো'আব হা/৬৮৪৩-৪৪; মিশকাত হা/৫৩৩৪, রাবী মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ); ছহীহাহ হা/৯৫১।

১৬. শাহ ইসমাঈল দেহলভী (১১৯৩-১২৪৬ হি./১৭৭৯-১৮৩১ খৃ.) বালাকোটের শহীদ ছিলেন। তাক্বভিয়াতুল ঈমান (বোম্বাই, ভেণ্ডিবাজার, দারুস সালাফিইয়াহ ১৯৮৩ খৃ.) মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৮।

খবর, তাক্বদীরের খবর ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَآ إِلاَّ هُوَ، 'আর গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছেই রয়েছে। তিনি ব্যতীত কেউই তা জানেনা' *(আন'আম ৬/৫৯)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ– 'নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান। আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন মায়ের গর্ভাশয়ে কি আছে। কেউ জানেনা আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সকল বিষয়ে সম্যক অবগত' *(লোকমান ৩১/৩৪)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যেসব লোক বাতেনী ইলমের দাবীদার এবং যেসব পীর-ফকীর ও গণক ঠাকুর পাঁজি-পুঁথি খুলে, রাশিচক্র গণে, হস্তরেখা দেখে বিবিধ প্রকারে মানুষের ভাগ্য গণনা করে, তারা আদৌ যথার্থ মুসলমান নয় বরং পাক্কা মুশরিক। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত এদের অনেক কথা অনেক সময় সঠিক হয় বটে, তবে তা ইবলীসেরই কারসাজি। তারা যদি সত্য সত্যই গায়েবের খবর জানত, তাহ'লে তারা নিজেদের ভাগ্য সম্পর্কে অজ্ঞ কেন? তারা নিজেদের এবং নিজেদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-বন্ধুদের অবস্থা সংশোধন করতে পারেনা কেন? আমরা মনে করি এইসব মূর্খদের পাতানো ফাঁদে যারা পা দেয়, তারাই বড় মূর্খ। একইভাবে যারা বিপদে পড়ে মৃতদের আহ্বান করে, তারা আরও বড় মূর্খ। কারণ তাদের কোনই ক্ষমতা নেই। থাকলে তো তারা তাদের নিজেদের মৃত্যুকে ঠেকাতে পারত। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غَافِلُونَ– 'তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুকে ডাকে, যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবেনা? আর তারাও তাদের আহ্বান সম্পর্কে কিছুই জানবে না' *(আহক্বাফ ৪৬/৫)*। তিনি বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ– ‘আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদের মতই বান্দা। অতএব তোমরা তাদের ডাক ও তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি তোমরা (শরীক নির্ধারণের দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাক’ *(আ‘রাফ ৭/১৯৪)*। তিনি আরও বলেন, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ– ‘আর আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা ডাক, তারা তোমাদের কোন সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না এবং তারা নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না’ *(আ‘রাফ ৭/১৯৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে বলেন, يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِى نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا– وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا– ‘হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। কারণ আমি তোমাকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখিনা। হে মুহাম্মাদ কন্যা ফাতেমা! তুমি আমার মাল-সম্পদ হ’তে যত খুশী চেয়ে নাও। কিন্তু মনে রেখ, আল্লাহ্র সম্মুখে আমি তোমার কোন কাজে আসব না’।[১৭] আমরা মনে করি চিন্তাশীল ও ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য এটাই যথেষ্ট। যেখানে আমাদের নবী (ছাঃ) স্বীয় কন্যার জন্য কিছু করতে পারেন না, সেখানে আমাদের কথিত অলি-আউলিয়াগণ মৃত্যুর পর কবরে থেকে ভক্তের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করেন ও তার কষ্ট দূর করেন, এমনটি স্রেফ উদ্ভট কল্পনা বিলাস ছাড়া কিছুই হ’তে পারে কি?

২য় : ইশরাক ফিত তাছাররুফ বা ব্যবহারগত শিরক

(ثانياً : الإشراك فى التصرف)

এর অর্থ আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যে সমস্ত কাজ কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলির উপর অন্যের ক্ষমতা আছে বলে মনে করা। যেমন-

১৭. মুসলিম হা/২০৪; বুখারী হা/৩৫২৭; মিশকাত হা/৫৩৭৩, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

বিধান রচনা করা, জীবিকার হ্রাস-বৃদ্ধি করা, রোগ আরোগ্য করা, বিপদ থেকে রক্ষা করা, যুদ্ধে জয়-পরাজয়, মামলায় হার-জিত, জীবনে উন্নতি-অবনতি ঘটানো, মনের বাসনা পূর্ণ করা, অভাব-অভিযোগ দূর করা ইত্যাদি ব্যাপারে অন্য কাউকে ক্ষমতাশালী মনে করা। যেমন,

(১) বিধান রচনার বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، 'মনে রেখ! সৃষ্টি ও আদেশ দানের অধিকার কেবল তাঁরই' *(আ'রাফ ৭/৫৪)*। তিনি বলেন, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوقِنُونَ– 'তবে কি তারা ফের জাহেলিয়াতের বিধান কামনা করে? অথচ দৃঢ় বিশ্বাসীদের নিকট আল্লাহ্র চাইতে উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে?' *(মায়েদাহ ৫/৫০)*। তিনি আরও বলেন, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ– 'বরকতময় তিনি, যাঁর হাতেই সকল রাজত্ব। আর তিনি সকল কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান'। 'যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে? আর তিনি মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' *(মুল্ক ৬৭/১-২)*।

(২) বিচার বিভাগের মূলনীতি হিসাবে আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا، اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির সর্বাধিক নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত' *(মায়েদাহ ৫/৮)*। তিনি বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক (সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করো না)। কেননা তোমাদের চাইতে আল্লাহ তাদের অধিক শুভাকাংখী। অতএব ন্যায়বিচারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবহিত’ *(নিসা ৪/১৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ : قَاضِيَانِ فِى النَّارِ وَقَاضٍ فِى الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِى النَّارِ وَقَاضٍ لاَ يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِى الْجَنَّةِ- ‘বিচারক তিন শ্রেণীর। দুই শ্রেণীর বিচারক জাহান্নামে যাবে এবং এক শ্রেণীর জান্নাতে যাবে। যে বিচারক তার প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিচার করবে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে বিচারক না জেনে বিচার করবে সেও জাহান্নামে যাবে। পক্ষান্তরে যিনি হক অনুযায়ী বিচার করবেন তিনি জান্নাতে যাবেন’।[১৮]

(৩) অর্থনৈতিক বিধান হিসাবে আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّآ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত’ *(নিসা ৪/২৯)*। তিনি বলেন, لاَ تَظْلِمُونَ

১৮. তিরমিযী হা/১৩২২; আবুদাঊদ হা/৩৫৭৩; মিশকাত হা/৩৭৩৫ রাবী বুরায়দা (রাঃ); ছহীহুল জামে‘ হা/৪৪৪৭।

وَلاَ تُظْلَمُونَ– ‘তোমরা অত্যাচার করোনা এবং অত্যাচারিত হয়োনা’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৯)*।

সম্পদ কেবল ধনিক শ্রেণীর নিকট সঞ্চিত হওয়ার বিরুদ্ধে সাবধান করে আল্লাহ বলেন, كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، ‘যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়’ *(হাশর ৫৯/৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ– ‘(দুর্ভিক্ষের সময় মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে) যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করল, সে মহাপাপী’।[১৯] পুঁজিবাদের প্রধান হাতিয়ার সূদের বিরুদ্ধে আল্লাহ বলেন, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। তিনি বলেন, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ– ‘আল্লাহ সূদকে নিঃশেষ করেন ও ছাদাক্বায় প্রবৃদ্ধি দান করেন। আর আল্লাহ কোন অবিশ্বাসী পাপীকে পসন্দ করেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*। তিনি আরও বলেন, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوآ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ– ‘আর তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সদাচরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচরণকারীদের ভালবাসেন’ *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় না করলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ– ‘সূদ যতই বৃদ্ধি পাক, এর পরিণতি হ’ল নিঃস্বতা’।[২০]

হাদিয়া ও ছাদাক্বার মাধ্যমে সমাজে আর্থিক প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

১৯. মুসলিম হা/১৬০৫; মিশকাত হা/২৮৯২ ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়, রাবী মা‘মার (রাঃ)।

২০. আহমাদ হা/৩৭৫৪, ইবনু মাজাহ হা/২২৭৯; মিশকাত হা/২৮২৭, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ); ছহীহুল জামে‘ হা/৫৫১৮।

أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ– ‘যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজের ন্যায়। যা থেকে সাতটি শিষ জন্মে। প্রত্যেকটি শিষে একশ’টি দানা হয়। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ বর্ধিত করে দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ’ *(বাক্বারাহ ২/২৬১)*।

সম্পদপূজারীদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ– الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ– يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ– كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ– ‘দুর্ভোগ প্রত্যেক সম্মুখে ও পিছনে নিন্দাকারীর জন্য’ *(১)*। ‘যারা সম্পদ জমা করে ও তা গণনা করে’ *(২)*। ‘সে ধারণা করে যে, তার সম্পদে তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে’ *(৩)*। ‘কখনোই না। সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুত্বামাহ্র মধ্যে’ *(হুমাযাহ ১০৪/১-৪)*।

অর্থনৈতিক সাম্যের নামে ‘হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান করার’ দাবী একটি অবাস্তব ও প্রতারণাপূর্ণ রাজনৈতিক শ্লোগান মাত্র। এর বিপরীতে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই কেবল সম্ভব। যার নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ বলেন,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَّرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ– ‘তবে তারা কি তোমার প্রতিপালকের রহমত বণ্টন করবে। আমিই তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে একে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি। যাতে তারা একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে। বস্তুতঃ তারা যা কিছু জমা করে তা থেকে তোমার প্রতিপালকের রহমত অনেক উত্তম’ *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*। অর্থাৎ মেধা, রুচি ও কর্মক্ষমতা প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ পৃথক করে দিয়েছেন। যাতে মানুষ একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে এবং

একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল ও সহানুভূতিশীল হ'তে বাধ্য হয়। তিনি ধনীকে ধন দেন তাকে পরীক্ষা করার জন এবং গরীবকে গরীব করেন তাকে ধৈর্যশীল থাকার জন্য।

অতঃপর চিরন্তন মূলনীতি আকারে আল্লাহ বলেন, وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ– 'ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক আল্লাহ্র যিম্মায় নেই। আর তিনি জানেন তার স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা। সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফূযে) লিপিবদ্ধ আছে' *(হূদ ১১/৬)*। তিনি বলেন, وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ– 'এমন কত প্রাণী আছে যারা (আগামীকালের জন্য) তাদের খাদ্য সঞ্চয় করে না। আল্লাহ তাদের রিযিক দেন এবং তোমাদেরকেও দেন। তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন' *(আনকাবূত ২৯/৬০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوا خِمَاصاً وَتَرُوْحُ بِطَانًا– 'তোমরা যদি আল্লাহ্র উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে, তাহ'লে অবশ্যই তিনি তোমাদের রিযিক দিতেন, যেভাবে তিনি রিযিক দেন পক্ষীকুলকে। তারা ভোর বেলায় ওঠে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আর সন্ধ্যায় ফেরে ভরপেট অবস্থায়'।[২১] মানবজাতিকে কঠোর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْتُلُوآ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، 'দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরাই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি' *(আন'আম ৬/১৫১)*।

(৪) পারিবারিক জীবনের মূলনীতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ، 'স্ত্রীরা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। অতঃপর সন্তানদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

২১. তিরমিযী হা/২৩৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৪; হাকেম হা/৭৮৯৪; মিশকাত হা/৫২৯৯, রাবী ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَّفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ- وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ-

‘আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই’ *(১৪)*। ‘আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ’লে তুমি তাদের কথা মান্য করো না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদাচরণ করবে’ *(লোকমান ৩১/১৪-১৫)*।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পরস্পরে দায়িত্ব পালন ও তার জওয়াবদিহিতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ ‘পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক’ *(নিসা ৪/৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُوْلَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

‘মনে রেখ! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে (ক্বিয়ামতের দিন) স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতঃপর (১) নেতা, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। (২) পুরুষ

তার পরিবারের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (৩) স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ ও তার সন্তানদের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (৪) গোলাম তার মনিবের ধন-সম্পদের উপর দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল ও প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[২২]

(৫) সমাজ জীবনের মূলনীতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ– 'হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও নারী থেকে। অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। অবশ্যই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও তোমাদের ভিতর-বাহির সবকিছু অবগত' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى الشُّعَبِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী দিনে আমাদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ দিয়ে বলেন, (১) 'হে জনগণ! নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা

২২. বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)।

মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও মাত্র একজন। (২) মনে রেখ! আরবের জন্য অনারবের উপর, অনারবের জন্য আরবের উপর, লালের জন্য কালোর উপর এবং কালোর জন্য লালের উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত'। (৩) নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু'।[২৩] এর মাধ্যমে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করা হয়েছে এবং যাবতীয় বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ, অঞ্চলবিদ্বেষ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেই সাথে সকলের প্রতি ন্যায়বিচারের আদেশ দেওয়া হয়েছে। পার্থক্য হবে কেবল আল্লাহভীরুতার ক্ষেত্রে। কেননা এর মধ্যেই রয়েছে সামাজিক শান্তি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি। এর বিপরীতে থাকবে শয়তানের আনুগত্য। যা ডেকে আনবে পাপাচার ও ধ্বংস।

(৬) প্রতিবেশীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ– 'আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট সমূহ থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়'।[২৪] তিনি বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَّ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ– 'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট সমূহ থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়'।[২৫] তিনি বলেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ– 'ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, যে পেট ভরে খায়। অথচ তার পাশের প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে'।[২৬] হাদীছগুলিতে 'মুমিন নয়' অর্থ 'পূর্ণ মুমিন নয়' *(মিরক্বাত)*।

---

২৩. বায়হাক্বী শো'আব হা/৫১৩৭; আহমাদ হা/২৩৫৩৬; ছহীহাহ হা/২৭০০।
২৪. বুখারী হা/৬০১৬; মুসলিম হা/৪৬; মিশকাত হা/৪৯৬২, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
২৫. মুসলিম হা/৪৬; মিশকাত হা/৪৯৬৩, রাবী আনাস (রাঃ)।
২৬. বায়হাক্বী শো'আব হা/৩১১৭; মিশকাত হা/৪৯৯১; ছহীহাহ হা/১৪৯।

মানুষের পারস্পরিক মর্যাদা ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا– 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করেনা এবং বড়দের অধিকার বুঝেনা, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৪৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, شَرَفَ كَبِيرِنَا، 'বড়দের মর্যাদা বুঝেনা' *(তিরমিযী হা/১৯২০)*। অত্র দু'টি মূলনীতি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। মূলতঃ এ দু'টির উপরেই নির্ভর করছে পৃথিবীতে শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি।

(৭) বিপদমুক্তির জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্যের আশ্রয় প্রার্থনা করা প্রকাশ্য শিরক। এবিষয়ে আল্লাহ বলেন, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ– سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ– 'জিজ্ঞেস কর, সবকিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দেন ও যার উপরে আশ্রয়দাতা কেউ নেই, যদি তোমরা জানো'? 'অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। বল, তাহ'লে কিভাবে তোমরা মোহগ্রস্ত হচ্ছ?' *(মুমিনূন ২৩/৮৮-৮৯)*।

সাহায্য প্রার্থনা (الإستغاثة والإستعانة) :

সাহায্য প্রার্থনা দুইভাবে হ'তে পারে। এক- বিপদে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা। যাকে ইস্তেগাছাহ (الْإِسْتِغَاثَةُ) বলা হয়। পক্ষান্তরে বান্দার নিকট সাহায্য প্রার্থনা। যাকে ইস্তে'আনাহ (الإِسْتِعَانَةُ) বলা হয়। যেমন হঠাৎ অনাকাংখিতভাবে বদরের যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে বিপদগ্রস্ত রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর মুষ্টিমেয় সাথীগণ আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। সেই প্রার্থনা কবুল করে আল্লাহ বলেছিলেন, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ مُرْدِفِينَ– 'যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর কণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি তোমাদের সে প্রার্থনা কবুল করেছিলেন এই বলে যে, আমি তোমাদেরকে

সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত এক হাযার ফেরেশতা দ্বারা' *(আনফাল ৮/৯)*। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، 'আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বল যে,) আমি তাদের অতীব নিকটবর্তী' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। তিনি বলেন, اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، 'তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(মুমিন/গাফের ৪০/৬০)*।

দো'আ ও ইস্তেগাছাহ্র মধ্যে পার্থক্য এই যে, দো'আ সুখে-দুখে সব সময় করা যায়। কিন্তু ইস্তেগাছাহ কেবল কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ্র নিকট করতে হয়। যেমন ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে গিয়ে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে বলেছিলেন, لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ– '(হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(আম্বিয়া ২১/৮৭)*। আল্লাহ বলেন, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ– 'অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হ'তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন কোন মুসলিম কোন সমস্যায় এই দো'আর মাধ্যমে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে, যা ইউনুস মাছের পেটে গিয়ে করেছিলেন, তখন আল্লাহ তার আহ্বানে সাড়া দেন'।[২৭] যা 'দো'আয়ে ইউনুস' নামে প্রসিদ্ধ।

উল্লেখ্য যে, দো'আ দুই প্রকারের। (ক) দো'আয়ে ইবাদত (دُعَاءُ الْعِبَادَةِ) 'প্রার্থনা মূলক দো'আ'। (খ) দো'আয়ে মাসআলাহ (دُعَاءُ الْمَسْأَلَةِ) 'চাহিদামূলক দো'আ'। উভয় প্রকারের দো'আই আল্লাহ্র জন্য খাছ। কেননা এমন কোন দো'আ নেই, যার মধ্যে আল্লাহ্র নিকট কিছু চাওয়া হয় না।

---

২৭. আম্বিয়া ২১/৮৭; তিরমিযী হা/৩৫০৫; আহমাদ হা/১৪৬২; মিশকাত হা/২২৯২ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'আল্লাহ্র নাম সমূহ' অনুচ্ছেদ-২।

দুই- জীবিতদের নিকট যে সাহায্য চাওয়া হয়, তাকে ইস্তে'আনাহ (الْإِسْتِعَانَة) বলা হয়। যাতে কোন দোষ নেই। বরং এরূপ সাহায্য করায় নেকী লাভ হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ...وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ، 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়াবী বিপদ সমূহের কোন একটি বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের কোন একটি বিপদ দূর করে দিবেন।... আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে'।[২৮] এক্ষেত্রে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, অমুক ব্যক্তি কিছুই নয়, মূল দাতা হ'লেন আল্লাহ। তাঁর হুকুম হ'লে সাহায্য পাব, নইলে নয়।

যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ– 'যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ চান, তবে তার অনুগ্রহকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশী তা দান করেন। আর তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইউনুস ১০/১০৭)*।

৩য় : ইশরাক ফিল ইবাদাহ বা ইবাদতে শিরক

(ثالثاً : الإشراك فى العبادة)

এর অর্থ আল্লাহ্র ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে শরীক সাব্যস্ত করা। যেমন অন্যকে সিজদা করা, তাকে ভক্তিভরে ডাকা, তার নাম জপ করা, তার নামে মানত করা, কুরবানী করা, মৃতের স্মরণে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা, তার কবরের দিকে হাত জোড় করে প্রার্থনা করা ইত্যাদি। আল্লাহ

২৮. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪ 'ইলম' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا– ‘নিশ্চয়ই সিজদার স্থান সমূহ কেবল আল্লাহ্র জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না’ *(জিন ৭২/১৮)*।

তিনি বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلَّآ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ– ‘আল্লাহ ব্যতীত কারু বিধান নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারু ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না’ *(ইউসুফ ১২/৪০)*।

এক্ষণে আমরা সমাজ, সংগঠন বা রাষ্ট্রের প্রতি যে আনুগত্য পোষণ করি, তা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীন। যদি তার কোন বিধান আল্লাহ্র বিধানের বিপরীত হয়, তবে তা মানতে জনগণকে বাধ্য করা যাবেনা। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ– ‘স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই’।[২৯]

এক্ষণে যদি কেউ মনে করেন যে, আল্লাহ্র বিধান এযুগে অচল অথবা আল্লাহ্র বিধানের চাইতে মানুষের বিধান উত্তম বা দু’টিই সমান, তাহ’লে সেটি শিরক হবে। অথচ সেটাই এখন বাস্তবতা। যেমন,

(১) যদি কেউ অলি-আউলিয়া, পীর-মাশায়েখ বা ইমাম-মুজতাহিদের কথাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার ঊর্ধ্বে স্থান দেন, তবে সেটি শিরক হবে। যেমন ইহূদীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ، ‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়ামপুত্র মসীহ ঈসাকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছে’ *(তওবা ৯/৩১)*।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আদী বিন হাতেম (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাষ্ট্রনেতা ও সমাজনেতাদের মাধ্যমে হারামকে হালাল করার বিরুদ্ধে

২৯. শারহুস সুন্নাহ হা/২৪৫৫; আহমাদ হা/১০৯৫; মিশকাত হা/৩৬৯৬, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ছহীহুল জামে‘ হা/৭৫২০।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَيُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ؟ قَالَ بَلَى، قَالَ : فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ– ‘আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তারা কি তা হারাম করেনা? অতঃপর তোমরাও তাকে হারাম করে থাক। আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা কি তাকে হালাল করেনা? অতঃপর তোমরাও তাকে হালাল করে থাক। আদী বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘ওটাই তো ওদের ইবাদত হ’ল’।[৩০]

আল্লাহ সূদকে হারাম করেছেন। যা পুঁজিবাদের প্রধান হাতিয়ার। অথচ প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রে এগুলি হালাল করা হয়েছে। জনগণও তা নির্বিবাদে মেনে নিচ্ছে। এটা কি রাষ্ট্রনেতাদের প্রতি ইবাদত নয়?

বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার নামে ধর্মনেতাদের অন্ধ অনুসরণের অসারতা বিষয়ে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, হাদীছ পাওয়ার পরে ক্বিয়াস বা ইজতিহাদ করা কেবল ঐ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যার মধ্যে গোপন নিফাক বা প্রকাশ্য আহম্মকী রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন শায়েখ ইয্যুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম (৫৭৮-৬৬০ হি.)। তিনি বলেছেন, ‘বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, মুক্বাল্লিদ ফক্বীহগণ তাদের ইমামের দলীলের উৎসের দুর্বলতার উপরে দাঁড়িয়ে থাকেন। উক্ত দুর্বলতা দূর করার কোন পথ তাদের নিকট না থাকা সত্ত্বেও তারা উক্ত বিষয়ে তার তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করেন। আর উক্ত তাক্বলীদের কারণে তারা ঐ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন, যার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ ও বিশুদ্ধ ক্বিয়াসের সাক্ষ্য রয়েছে। সে কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রকাশ্য অর্থকে প্রতিরোধের কল্পনা করে এবং তার অনুসরণীয় ইমামের পক্ষে দূরতম ও মিথ্যা তাবীল করে। তিনি বলেন, লোকেরা কোন নির্দিষ্ট মাযহাব ছাড়াই যেকোন আলেমের নিকট প্রশ্ন করত এবং এজন্য কোন প্রশ্নকারীকে ইনকার করা হ’ত না। পরে এসমস্ত মাযহাব ও তাদের অন্ধ অনুসারীদের উদ্ভব ঘটে। তারা তাদের ইমামের অনুসরণ করতে থাকে তা দলীল থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও। যেন উক্ত ইমাম একজন নবী, যাকে তার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে (كَأَنَّهُ نَبِيٌّ

৩০. ত্বাবারী হা/১৬৬৩২, ১৬৬৪১, ১৬৬৩০; তিরমিযী হা/৩০৯৫; ছহীহাহ হা/৩২৯৩।

(بُعِثَ إِلَيْهِ। এটি সত্য থেকে অনেক দূরে। যে বিষয়ে জ্ঞানীদের কেউই সন্তুষ্ট নন'।[৩১] এটা প্রকারান্তরে ইহূদীদের মত আল্লাহকে ছেড়ে ইমাম ও দরবেশদের 'রব' বানানোর শামিল।

(২) মিনার, বেদী বা স্থানপূজার বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবেনা, যতদিন না আমার উম্মতের কিছু দল মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত হবে এবং যতদিন না আমার উম্মতের কিছু দল মূর্তিপূজা করবে'।[৩২] অথচ দেশের বিভিন্ন স্থানে মিনার ও বেদী গড়ে তোলা হচ্ছে এবং বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করা হচ্ছে।

(৩) মানুষ জিন-ভূতের পূজা করে। অথচ তাদের কোনই ক্ষমতা নেই। আল্লাহ বলেন, إِنْ يَّدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَّإِنْ يَّدْعُوْنَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيْدًا– 'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কেবল নারীকে আহ্বান করে। বস্তুতঃ তারা কেবল অবাধ্য শয়তানের পূজা করে' *(নিসা ৪/১১৭)*। তিনি বলেন, يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا– 'সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ধোঁকা বৈ কিছু নয়' *(নিসা ৪/১২০)*। হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, مَعَ كُلِّ صَنَمٍ جِنِّيَّةٌ– 'প্রত্যেক মূর্তির সাথে একজন করে নারী জিন থাকে'।[৩৩]

(৪) কবরপূজার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুর আগে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বলেন, اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُّعْبَدُ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করো না।[৩৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

---

৩১. শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ (কায়রো ছাপা) 'চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকদের অবস্থা' অনুচ্ছেদ ১/১৫৫ পৃ.।

৩২. আবুদাঊদ হা/৪২৫২; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫২; মিশকাত হা/৫৪০৬ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়, রাবী ছাওবান (রাঃ)।

৩৩. আহমাদ হা/২১২৬৯, সনদ হাসান; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নিসা ১১৭ আয়াত ৪/১১৭ পৃ.।

৩৪. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৫৯৩; আহমাদ হা/৭৩৫২, সনদ শক্তিশালী; মিশকাত হা/৭৫০।

وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ– ‘তোমরা আমার কবরকে তীর্থস্থানে পরিণত করো না। তোমরা আমার উপরে দরূদ পাঠ কর। কেননা তোমাদের দরূদ পাঠ আমার নিকটে পৌঁছানো হয়’।[৩৫]

খলীফা আলী (রাঃ) তাঁর পুলিশ প্রধান আবুল হাইয়াজ আল-আসাদীকে বলেন, أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ– ‘আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজে পাঠাব না, যে কাজে রাসূল (ছাঃ) আমাকে পাঠিয়েছিলেন? আর তা হ’ল, তুমি কোন মূর্তিকে ছাড়বেনা তাকে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত এবং কোন উঁচু কবরকে ছাড়বেনা তাকে সমান না করা পর্যন্ত’।[৩৬]

আল্লাহ বলেন, إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ‘তুমি কোন মৃত ব্যক্তিকে শুনাতে পারোনা’ *(নামল ২৭/৮০)*। তিনি বলেন, وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُورِ– ‘আর তুমি শুনাতে পারোনা কোন কবরবাসীকে’ *(ফাত্বির ৩৫/২২)*। অথচ ধর্মের নামে মুসলমান কবরপূজা, ছবি-মূর্তিপূজা ইত্যাদি করছে। এরপরেও তারা নিজেদেরকে খাঁটি তাওহীদবাদী বলে দাবী করছে।

(৫) অন্যের নামে যবহ করার বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، ‘আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে লা‘নত করেছেন, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে যবহ করে’।[৩৭] এতে বুঝা যায় যে, কবরের উদ্দেশ্যে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে যবহ করলেও তা সিদ্ধ হবেনা এবং সে গোশত খাওয়া যাবেনা। অথচ এখন মুসলমান মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য সেখানে গিয়ে মোরগ-মুরগী যবহ করে হাজত দিচ্ছে। গরু-খাসী যবহ করে ওরস করছে।

---

৩৫. আবুদাঊদ হা/২০৪২; মিশকাত হা/৯২৬ ‘ছালাত’ অধ্যায় ‘নবীর উপর দরূদ’ অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

৩৬. মুসলিম হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৬৯৬ ‘জানায়েয’ অধ্যায়, ‘মৃতের দাফন’ অনুচ্ছেদ; রাবী আবুল হাইয়াজ আল-আসাদী। তাঁর পূর্বের খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর আমলেও এ নির্দেশ জারি ছিল *(আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ ৯২ পৃ.)*।

৩৭. মুসলিম হা/১৯৭৮; মিশকাত হা/৪০৭০ ‘শিকার ও যবহ সমূহ’ অধ্যায়, রাবী আবুত তুফায়েল (রাঃ)।

৪র্থ : ইশরাক ফিল আদাত বা অভ্যাসগত শিরক

(رابعاً : الإشراك فى العادات)

এর অর্থ আমরা দৈনন্দিন জীবনে কথায় ও কাজে অভ্যাসবশতঃ অনেক সময় শিরক করে থাকি। যেমন কোন একটি দিন, ক্ষণ বা তিথিকে শুভ বা অশুভ মনে করা, নযর লাগা থেকে বাঁচার জন্য বাচ্চার কপালে কালো টিপ দেওয়া, জিন-ভূত থেকে বাঁচার জন্য ঘরের চালে ঝাটা ও ঝুড়ি টাঙানো বা প্রাণীর মাথার খুলি ঝুলানো, ক্ষেত বা পুকুরে মানুষের মূর্তি খাড়া করে রাখা, বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় হোঁচট খাওয়া বা পিছন দিক হ'তে ডাক দেওয়াকে অশুভ মনে করা, মাটির শপথ, রক্তের শপথ, অগ্নিশপথ প্রভৃতি নামে শপথ করা, কারও মাথার দিব্যি দেওয়া, গোলাম রাসূল, গোলাম নবী, নবী বখ্শ, রাসূল বখ্শ, পীর বখ্শ, মাদার বখ্শ প্রভৃতি নাম রাখা। এছাড়া বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকবে মনে করে নামের সাথে মৃত পীরের নাম বা লকব যুক্ত করা। যেমন খাজা, চিশতী, আজমেরী, মঈনুদ্দীন, আল-ক্বাদরী প্রভৃতি। উদাহরণ স্বরূপ- সাত্তার মুঈনুদ্দীন, গাফফার মুঈনুদ্দীন, গোলাম মুহিউদ্দীন ইত্যাদি।

এছাড়া 'যিনিই গুরু তিনিই খোদা' বাস ও লঞ্চের মাথায় ও মসজিদে একপাশে 'আল্লাহ' অন্য পাশে 'মুহাম্মাদ' লেখা, পীর-মুরশিদের ছবি বাড়ীতে টাঙানো এবং তাতে চুমু খাওয়া ও ফুলের মালা দেওয়া। পীরের বাড়ী বা খানক্বাহ্র দিকে পা দিয়ে শোওয়াকে বে-আদবী মনে করা, মীলাদের অনুষ্ঠান করা এবং উক্ত মাহফিলে নবীর রূহ হাযির হয়েছে মনে করে তাকে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া ইত্যাদি।

'আল্লাহ্র নূরে মুহাম্মাদ পয়দা ও মুহাম্মাদের নূরে সারা জাহান পয়দা' বলে বিশ্বাস করা, শেষনবী তাঁর কবরে রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে বেঁচে আছেন ও ভক্তদের প্রার্থনা শ্রবণ করছেন বলে বিশ্বাস করা, শেষনবীকে নূরের নবী বলা, আউলিয়ারা মরেন না বলে ধারণা করা, জন্মভূমিকে মা বলে সম্বোধন করা, সমাধিসৌধ, মিনার ও বেদী বানিয়ে সেখানে সম্মান দেখানো ও ফুল দেওয়া, কবরকে উপলক্ষ্য করে সেখানে মসজিদ তৈরী করা, ওরসের মেলা

বসানো, পীরের কবরের পাশে কবর হ'লে কারু কবরে আযাব হবেনা বলে ধারণা করা। সেখানে গিয়ে নিজের প্রয়োজন পূরণের নিয়তে ইট বা কাপড়ের টুকরা ঝুলানো। কবরের মাটিতে বরকত আছে মনে করে ঐ মাটি গায়ে মাখা বা পানিতে গুলে খাওয়া, আরবীতে আল্লাহ লেখা মাটির ঢেলাকে 'মক্কার মাটি' বলে কবরে মাইয়েতের সাথে দেওয়া, মানুষকে গউছুল আযম বলা, নৌকাডুবি থেকে বাঁচার জন্য নৌকায় বা জাহাযে তাবীয লটকানো, নদীভাঙ্গন থেকে বাঁচার জন্য খাজা-খিযিরের নামে নদীতে তাবীয ফেলা, এক্সিডেন্ট থেকে বাঁচার জন্য কবরে পয়সা দেওয়া। নির্দিষ্ট দিনে কোন কবরে বা স্থানে গিয়ে ছালাত আদায় করা, দো'আ-দরূদ ও দান-ছাদাক্বা করা, আবহাওয়া ঠিক থাকার জন্য সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্র পূজা করা ইত্যাদি সবই অভ্যাসগত শিরকের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে এসবের বিরুদ্ধে কয়েকটি আয়াত ও হাদীছ বর্ণিত হ'ল।-

(১) আল্লাহ বলেন, لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ– 'তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না। বরং সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে তাঁরই ইবাদত করে থাক' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/৩৭)*। সে যুগের রাজাদের সিজদা করা দেখে কোন কোন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে সিজদা করতে চাইলে তিনি বলেন, لاَ تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَّسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَّسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، 'তোমরা এটা করোনা। যদি আমি কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীদের নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীদের সিজদা করার জন্য'।[৩৮]

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার উপরে বিশ্বাসী অথবা অবিশ্বাসী হিসাবে সকালে উঠে। যে ব্যক্তি বলে, আমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায় বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি। সে ব্যক্তি আমার

৩৮. আবুদাঊদ হা/২১৪০; তিরমিযী হা/১১৫৯; মিশকাত হা/৩২৬৬, রাবী ক্বায়েস বিন সা'দ (রাঃ)।

উপরে বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের উপর অবিশ্বাসী। আর যে ব্যক্তি বলে, مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا كَذَا– ‘আমরা অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি’। সে ব্যক্তি আমার উপরে অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের উপর বিশ্বাসী’।[৩৯]

(২) ছবি-মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে তিনি বলেন, إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، ‘এসব ছবির মালিকদের ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তাতে জীবন দাও’। অতঃপর তিনি বলেন, إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِى فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ– ‘যে গৃহে (প্রাণীর) ছবিসমূহ (টাঙানো) থাকে, সে গৃহে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেনা’।[৪০] পূর্ণ ছবি হৌক বা আবক্ষ ছবি হৌক দু’টিই নিষিদ্ধ। কারণ আবক্ষ হ’লেও তাতে বুঝা যায় যে, মূর্তিটি কার? *(দ্র. তিরমিযী হা/২৮০৬)*।

(৩) কারু সম্মানে দণ্ডায়মান থাকার বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ– ‘যে ব্যক্তিকে খুশী করে যে, লোকেরা তার জন্য দণ্ডায়মান থাকুক, সে তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নিল!’[৪১] যারা নেতাদের খুশী করার জন্য তার সম্মানে রাস্তার দু’ধারে দীর্ঘক্ষণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন বা যেসব নেতারা এটি পসন্দ করেন, তারা হাদীছটি অনুধাবন করুন! তবে কোন সম্মানী ব্যক্তিকে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানানো মুস্তাহাব।[৪২]

---

৩৯. বুখারী হা/৮৪৬; মুসলিম হা/৭১; মিশকাত হা/৪৫৯৬, রাবী যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী (রাঃ)।

৪০. বুখারী হা/৫৯৬১; মুসলিম হা/২১০৭ (৯৬); মিশকাত হা/৪৪৯২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৩, রাবী আয়েশা (রাঃ)।

৪১. তিরমিযী হা/২৭৫৫; আবুদাঊদ হা/৫২২৯; মিশকাত হা/৪৬৯৯ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায় ‘সালাম’ অনুচ্ছেদ, রাবী মু‘আবিয়া (রাঃ)।

৪২. আবুদাঊদ হা/৫২১৫-১৭; মিশকাত হা/৪৬৯৫, ৪৬৭৯।

(৪) আল্লাহ্র নামে উট, ষাঁড়, পাঁঠা ইত্যাদি মানত করে ছেড়ে দেওয়া ও সেগুলিকে পবিত্র বা অব্যবহার্য মনে করার বিরুদ্ধে আল্লাহ তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।[৪৩]

(৫) ভাগ্য গণনাকারী ও গণৎকারদের নিকট যাওয়া থেকে নিষেধ করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً– 'যে ব্যক্তি গণৎকারদের নিকটে এল এবং তাকে কিছু জিজ্ঞেস করল, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয়না'।[৪৪]

(৬) তাবীয, তাগা, মাদুলী ঝুলানো শিরক। এবিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ (ثَلاَثًا) وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ– শুভাশুভ নির্ণয় করা শিরক (৩ বার)। যা আল্লাহ দূর করে দেন তাঁর উপর ভরসা করার মাধ্যমে'।[৪৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ– 'কুফরী মন্ত্রপাঠ, তাবীয লটকানো ও বশীকরণ বিদ্যা শিরক'।[৪৬] তিনি বলেন, مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ– 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল'।[৪৭]

(৭) আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করার বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল, সে কুফরী করল অথবা শিরক করল'।[৪৮]

---

৪৩. মায়েদাহ ৫/১০৩; আন'আম ৬/১৩৭, ১৩৯।
৪৪. মুসলিম হা/২২৩০; মিশকাত হা/৪৫৯৫, রাবী হাফছা (রাঃ)।
৪৫. আহমাদ হা/৪১৯৪; আবুদাঊদ হা/৩৯১০, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।
৪৬. আবুদাঊদ হা/৩৮৮৩; মিশকাত হা/৪৫৫২, রাবী যয়নব (রাঃ)।
৪৭. আহমাদ হা/১৭৪৫৮; হাকেম হা/৭৫১৩; ছহীহাহ হা/৪৯২।
৪৮. তিরমিযী হা/১৫৩৫; হাকেম ১/৬৫, হা/৪৫; মিশকাত হা/৩৪১৯ 'শপথ ও মানত' অধ্যায়, রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।

(৮) আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মানত করার বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ وَفَاءَ بِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ– 'আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন মানত নেই এবং আদম সন্তানের ক্ষমতা বহির্ভূত কোন মানত পূরণ করার নয়'।[৪৯]

(৯) কিছু লোক রাসূল (ছাঃ)-কে 'ইয়া খাইরুনা' ও 'ইয়া সাইয়েদুনা' বলে আহ্বান করলে এই অতিভক্তি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে তিনি বলেন, أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِى فَوْقَ مَنْزِلَتِى الَّتِى أَنْزَلَنِىَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ– 'আমি আব্দুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মাদ এবং আল্লাহ্র রাসূল। আমি চাইনা যে, তোমরা আমার মর্যাদাকে তার চাইতে উঁচু কর, যা মহান আল্লাহ আমাকে দান করেছেন'।[৫০]

(১০) ধর্মনেতা ও সমাজনেতারা নিজেদের ইচ্ছামত কোন বস্তুকে হালাল ও হারাম করার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقُولُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَّهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ، إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ– 'তোমরা তোমাদের যবানে যেভাবে মিথ্যা বলে থাক, সেভাবে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে বলো না যে, এটি হালাল ও এটি হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে, তারা সফলকাম হয় না' *(নাহল ১৬/১১৬)*।

৪৯. আবুদাঊদ হা/৩৩১৩; মিশকাত হা/৩৪৩৭ 'শপথ ও মানত' অধ্যায়, রাবী ছাবেত বিন যাহহাক (রাঃ)।

৫০. আহমাদ হা/১৩৬২১, রাবী আনাস (রাঃ); ছহীহাহ হা/১০৯৭।

৫ম : ইশরাক ফিল মহব্বত বা ভালোবাসায় শিরক

(خامساً : الإشراك في المحبة)

যদি কেউ আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় অন্যকে ভালোবাসে, তবে সেটি শিরক ফিল মহব্বত বা ভালোবাসায় শিরক হবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوآ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوآ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَّأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ- إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ- وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ-

‘আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। তারা তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায়। কিন্তু যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্র জন্য সর্বাধিক ভালোবাসা পোষণ করে থাকে। আর যালেমরা (মুশরিকরা) যদি জানত যখন তারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করবে যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ্র জন্য এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা (তাহ’লে তারা শিরকের কঠিন শাস্তির কথা অন্যের কাছে বলে দিত)’ *(১৬৫)*। ‘আর (স্মরণ কর) যেদিন অনুসরণীয়গণ তাদের অনুসারীদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং তারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করবে ও পরস্পরের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে’ *(১৬৬)*। ‘এবং অনুসারীরা বলবে, যদি আমাদের (পৃথিবীতে) ফিরে যাওয়ার সুযোগ হ’ত, তাহ’লে আমরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যেতাম, যেভাবে তারা (আজ) আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এভাবেই আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সমূহকে তাদের জন্য অনুতাপ হিসাবে দেখাবেন। আর তারা কখনোই জাহান্নাম থেকে বের হ’তে পারবে না’ *(বাক্বারাহ ২/১৬৫-৬৭)*।

ক্বিয়ামতের দিন যালেমদের অবস্থা কেমন হবে, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً- يَاوَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً- لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً- '(যালেম সেদিন নিজের দু'হাত কামড়ে বলবে, হায়! যদি (দুনিয়াতে) রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম)' *(২৭)*। 'হায় দুর্ভোগ আমার! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম' *(২৮)*। 'আমার কাছে উপদেশ (কুরআন) আসার পর সে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিল। বস্তুতঃ শয়তান মানুষের জন্য পথভ্রষ্টকারী' *(ফুরক্বান ২৫/২৭-২৯)*।

ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করেছিলেন। তিনি মূলতঃ সন্তান কুরবানী করেননি। বরং সন্তানের স্নেহ কুরবানী করেছিলেন। আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য ও ইখলাছের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ ইসমাঈলকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলেন এবং তার বিনিময়ে তাকে একটি দুম্বা প্রদান করেন। যাকে তিনি 'মহান কুরবানী' (بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) বলে অভিহিত করেন *(ছাফফাত ৩৭/১০৭)*। মুসলিম উম্মাহ উক্ত সুন্নাতের অনুসরণে ঈদুল আযহায় বকরী-দুম্বা ইত্যাদি কুরবানী করে থাকে।

অতএব শিরক হ'তে বাঁচতে হ'লে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ্র স্বার্থ সকল সময় বান্দার স্বার্থেই হয়ে থাকে।

আজকের সমাজ

(مجتمع اليوم)

পূর্বের বিস্তারিত আলোচনায় তাওহীদের দৃষ্টিতে আমাদের আজকের সমাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে আসে। আমরা তাওহীদবাদী মুসলিম হওয়ার দাবী করি অথচ তাওহীদ বিরোধী কোন কাজেই আমরা মুশরিকদের চাইতে কোন অংশে পিছিয়ে নেই। সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আজ তাওহীদ বিরোধী তৎপরতা ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে আমরা চরম দেউলিয়াত্বের পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। স্বচ্ছ তাওহীদ বিশ্বাসে শিরকের ঘুণ ধরার কারণে আমাদের কর্মজীবনে ঘুণ ধরেছে। ফলে সমাজদেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

আরবরা কেবল আনন্দের সময় মূর্তিপূজা করত। কিন্তু বিপদে আল্লাহকে ডাকত। যেমন ইয়ামনের শাসক আবরাহা কর্তৃক কা'বাগৃহে হামলার সময় তারা কেবল আল্লাহকে ডেকেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের দো'আ কবুল করেন ও কা'বা রক্ষা পায়। যে বিষয়ে 'সূরা ফীল' নাযিল হয়। কিন্তু আজকের মুসলমানরা সুখে-দুখে সর্বাবস্থায় কবরে গিয়ে প্রার্থনা করে। ফলে এযুগের মুসলমানরা জাহেলী আরবের মুশরিকদের চাইতে নীচু স্তরে চলে গেছে।

আজ আমরা যাকে-তাকে বড় মনে করে যেখানে-সেখানে আনুগত্য নিবেদন করছি। এমনকি তুলসী গাছ পর্যন্ত মানুষের পূজা পাচ্ছে। মানুষ গরুপূজা করছে। তার পেশাব খাচ্ছে। যে ফুল সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের মনে আনন্দ দানের জন্য, তা আজ নিবেদিত হচ্ছে অন্যের পদতলে ও মৃতের কফিনে ও কবরে। কেউ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে নবীকে নূরের মর্যাদা দিচ্ছে। মীলাদের মাহফিলে তাঁর রূহ হাযির হয়েছে ভেবে সম্মানে উঠে দাঁড়াচ্ছে ও 'ইয়া নবী সালাম আলায়কা' বলছে। কেউ নবীর কথিত জন্মদিবসে 'জশনে জুলূস' করছে। অথচ সর্বক্ষেত্রে তাঁর আদর্শের বিরোধিতা করছে। একদিকে মসজিদে ছালাত পড়ছে, অন্যদিকে কবরে গিয়ে 'দে বাবা দে' বলে কাতর

মিনতি করছে। একদিকে আল্লাহকে সকল ক্ষমতার অধিকারী ভাবছে, অন্যদিকে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলে জোর গলায় ঘোষণা করছে। একদিকে আল্লাহকে বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করছে, অন্যদিকে পার্লামেন্টে গিয়ে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন পাস করছে। কি মর্মান্তিক দ্বিচারিতা! এই দ্বিমুখী নীতির কারণে আমাদের সমাজ আজ বিপর্যস্ত।

আমাদেরকে তাই দ্বিমুখী নীতি পরিহার করে খাঁটি তাওহীদপন্থী হ'তে হবে। যতদিন মুসলমান এক আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট মাথা নত করেনি, ততদিন সারা দুনিয়া তাদের নিকট মাথা নত করেছে। কিন্তু আজকের মুসলমান আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের নিকট মাথা নত করছে বিধায় অন্যেরা মাথা তুলে তাদের দিকে চোখ রাঙাচ্ছে। অতএব আমাদেরকে সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্রেফ আল্লাহমুখী হ'তে হবে এবং প্রকৃত অর্থে একত্ববাদী হ'তে হবে। মনে রাখতে হবে যে, স্বচ্ছ তাওহীদ বিশ্বাসই দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় অগ্রগতির চাবিকাঠি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে প্রকৃত তাওহীদবাদী মুসলিম হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

******

'অবসর কোথা কোথায় শ্রান্তি এখনো যে কাজ রয়েছে বাকী
তাওহীদ আজও পূর্ণ কিরণ দিগ-দিগন্তে দেয়নি আঁকি'।

আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খৃ.) বলেন,

تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا

ترے سامنے آسماں اور بھی ہیں

'তুমি বাজপাখি ওড়াই তোমার কাজ

তোমার সামনে আসমান আরও যে বাকী' *(বালে জিব্রীল)*।

توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے

آساں نہیں مٹانا نام ونشاں ہمارا

مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری

تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا

باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم

سو بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا

'তাওহীদের আমানত সঞ্চিত মোদের হৃদয়ে

নাম-নিশানা তাই মিটানো মোদের সহজ নয় মোটেই।

পাশ্চাত্যের ময়দান সমূহে ধ্বনিছে মোদের আযান

কারু ভয়ে থামত না কভু মোদের জয় নিশান।

হে আকাশ! মিথ্যা থেকে মোরা পিছিয়ে আসার নই।

শতবার তুমি যে করেছ পরীক্ষা আমাদের' *(তারানায়ে মিল্লী)*।

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= ৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। ৫. ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (৩৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৪র্থ সংস্করণ (৩৫/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩৫/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা, ৩য় সংস্করণ (২৬০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)। **৫৩.** বিবর্তনবাদ (২৫/=)। **৫৪.** ছিয়াম ও ক্বিয়াম (৬৫/=)। **৫৫.** তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ (৩০/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)। **৮.** মুমিনের বাসগৃহ কেমন হবে? (৩০/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। ২. শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। ৩ শিশুর গণিত (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোউলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)। ১২. তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৮.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১২.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৩.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৪.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ২১টি।